সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালীর সারমর্ম

শ্রী শ্রীমৎ আনন্দ স্বামী

তৃতীয় সংস্করণ
আনন্দাব্দ-১৯০
১৪২৮ বাংলা

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

প্রকাশনায় :-

প্রকাশনা কমিটি
সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন, ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

(সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত)

যে ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দানের অর্থে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে :
পরলোকগত ও সর্ব্বধর্ম্ম মতে সমাধিস্থ পিতৃদেব নরেন্দ্র চন্দ্র পাল ও মাতৃদেবী মানদা সুন্দরী পাল– এর স্মৃতির স্মরণে পুত্রগণ :

০১। শ্রী হীরেন্দ্র চন্দ্র পাল।
০২। শ্রী নিরঞ্জন চন্দ্র পাল।
০৩। শ্রী মনোরঞ্জন চন্দ্র পাল।
ঠিকানা : মানশ্রী, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।

মূল্য : ৮০ টাকা

মুদ্রণে :

আনন্দ গ্রাফিক্স
চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

॥ নিবেদন ॥

সর্ব্বধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামিজী মহারাজ ১২৯১ বাংলা সনের বৈশাখ হইতে ১৩০৬ বাং সনের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত দৈনন্দিন উপাসনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এসব উপাসনার যাবতীয় বিবরণ তিনি যে গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন ইহার নাম সর্ব্বধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী। এই গ্রন্থে যে সকল উপাসনা প্রণালী বিবৃত আছে তন্মধ্যে ১২৯১বাং সনের উপাসনাই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। তৎপরবর্ত্তী সময়ের উপাসনা খুব কমই দৃষ্ট হইতেছে। শুনিতে পাইলাম শ্রী আনন্দের কোন ভক্ত বিকৃত মস্তিষ্ক হওয়ায় অনেক লিখিত উপাসনা নষ্ট করিয়া ফেলেন। ইহাতে ধর্ম্ম জগতের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এখন যেসব উপাসনার বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহাতেও ধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

উপাসনা ব্যতীত শ্রী আনন্দ সময় সময় সর্ব্বধর্ম্মের বৈঠকও করিতেন। ধর্ম্মের দুরূহ তত্ত্ব এই সকল বৈঠকে উদ্ধার হইত। গ্রামে কোন কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইলে যেমন স্থানীয় বিশিষ্ট লোক সকল মিলিত ভাবে বৈঠক করিয়া উহার সমাধান করেন তদ্রুপ ধর্ম্মের কঠিন তত্ত্ব সমূহ ঐ সকল বৈঠকে উদ্ধার হইত। শ্রীশ্রী আচার্য্য মহারাজ সময় সময় ঐ সকল বৈঠকে উপস্থিত ভক্ত মণ্ডলীর যাবতীয় ধর্ম্মমূলক প্রশ্নের মীমাংসা ও প্রতিকার বলিয়া দিয়া তাহাদের সাধন পথ সুগম করিয়া দিতেন। এরূপ "সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী" তে অনেক দেখা যায়।

স্বামিজী মহারাজ সত্য সিন্ধু মন্থন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের যে সকল অমূল্য তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন তাহাই তিনি "প্রকৃত তত্ত্বে" নিবেশিত করিয়াছেন। প্রকৃত তত্ত্বের সব সত্যই তিনি সময় সময় ধারাবাহিক

উপাসনার মাধ্যমে বিশেষ ভাবে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য "সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী" কে প্রকৃত তত্ত্বের ভাষ্য বলা হয়। মানব জীবনের ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য তিনি উদ্ধার করিয়া জগত মুক্তির পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন। অধিকারী ব্যক্তিই সর্ব্বধর্ম্মের প্রকৃত সত্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ীদিগকে ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জগতের জাতিগত পার্থক্য দূর করিবার নিমিত্ত, ইহপরলোকবাসী নরনারীগণকে একতা সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য, মানব ও দেবতাদের মধ্যে সকল পার্থক্য দূর করিবার জন্য, জগতের রোগ, শোক ও মৃত্যুকে জয় করিয়া জগতকে অমরত্ব দান করিয়া জীবন্মুক্ত করিবার জন্য সর্ব্ব ধর্ম্ম দয়াময় নাম লইয়া শ্রীআনন্দ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। সর্ব্বনাম সাধনা জগতে আবির্ভূত হওয়ায় এখন আর কোন ধর্ম্মমত জগতে পৃথক পৃথক ভাবে কার্য্য করিতে পারিবে না। ইহাই শ্রীআনন্দের অভিমত। এখন দয়াময় নামেতে সকল নামের যোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই নাম সাধন করিলে মানুষ পূর্ণকাম হইবে। ঐক্য এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করাই সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য। ইহাই সর্ব্বধর্ম্মার্থীদের জীবন সাধন।

শ্রীআনন্দ উপাসনার মাধ্যমে যে সকল সত্যের উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন তাহার কতক সারমর্ম্ম এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইল। আশা করি সর্ব্বধর্ম্মার্থীদের নিকট এই অমূল্য ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ গ্রন্থখানা বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে।

বিনয়াবনত–
শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার

০১। মাকড়ের জালে বদ্ধ যেমন মক্ষিকা সকল, সেই প্রকার মায়া জালের দ্বারা এই জগত আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই মায়া জালকে এড়াইয়া প্রকৃত বিধান হৃদয়ে আনা আমাদের প্রয়োজন। মা-মাসী দুই জনের মধ্যে মাসীকে মায়ের সমান ভালবাসিতে হইবে। শীত- রৌদ্র একভাবে আদর করিতে হইবে। বিল্বদল, জবাফুল মায়ের চরণে যেমন মাসীর চরণেও তেমনিভাবে দিতে হইবে।

০২। মাতৃস্তন্য যেমন শিশুর একমাত্র আহারীয় এবং শরীর পোষণের কার্য্য করে, আনন্দ কৌতূহল তেমনি বয়স্ক লোকের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করে। এই শান্তির অভাবে মানুষের জীবন কলঙ্কিত হয়। চিরকালের জন্য এই শান্তি দেবভাব লাভ দ্বারা হৃদয়ে তিষ্ঠিয়া থাকে। দেবভাব লাভ করিলে সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই।

০৩। বিশেষ ভাবে জীবনকে সম্পূর্ণরূপে দয়াময়ের চরণে অর্পণ কর। নারীর কষ্ট দূর না হইলে জগতের মঙ্গল হইবেনা।

০৪। দয়াময়ের নাম দিয়া মানুষের খেদ নিবারণ করা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য। পরের দুঃখ মোচন করার নিমিত্ত উপযুক্ততা লাভ করা আমাদের প্রয়োজন।

০৫। প্রত্যেক বস্তু এক মূল হইতে উৎপন্ন। ভিন্ন ভিন্ন আকার, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সেই একেরই বিচিত্র ভাব মাত্র। বিলাস ভবনে নৃত্যগীত, দেব মন্দিরে উপাসনা, হাটে জিনিষ বিক্রয় সকলেরই ফল সেই মূলের দিকে ফিরিয়া যাইবার কার্য্য। সকল প্রকারের কার্য্যই মানুষকে সেই দিকে লইয়া যাইতেছে। এটি বিশেষরূপে বুঝিবার প্রয়োজন।

০৬। সিদ্ধ যোগ উপস্থিত হইয়া যখন দয়াময়ের বাণী অনুসারে চলিবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইবে সেই সময়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মনে থাকিবে না। তখন আরব্ধ কার্য্য অতি সহজে সুসম্পন্ন হইবে।

০৭। আমাদের প্রয়োজন এই যে সংসার সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া প্রত্যেক কার্য্যেতে, ভাবেতে ও প্রত্যেক শুভাশুভ সংস্কারের মধ্যে দয়াময়ের চরণ দর্শন করিব। সংসার সাগর পার হইবার ভেলা এই নাম সম্মুখে রাখিয়া সংসার সাধন করিবে।

০৮। অসাধু কার্য্য আর সাধু কার্য্য উভয়ই মনের মালিন্য সঞ্চার করিতেছে। সাধুতা মনের অহঙ্কার উৎপাদন করে। অন্য লোক হইতে আপনাকে উচ্চ স্থানে বসায়। এইজন্য উভয়েতে মনের বিকার আছে।

০৯। স্থির ভাব হৃদয়ে রক্ষা করা এবং লক্ষ্যের দিকে সতত গমনোন্মুখ থাকা আমাদের প্রয়োজন। ধ্যান যোগ মোক্ষ যোগ। এই ধ্যান স্থির ভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত করিলে মন বারম্বার অন্য বিষয় চিন্তা করে। এই জন্য শিক্ষার নিমিত্তে অল্পক্ষণ ধ্যান করিয়া ছাড়িয়া দিয়া আবার ধ্যান করিলে পরস্পর ধ্যান যোগের সময় বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ ধ্যান উপলক্ষ্যে স্থিরভাবে লক্ষ্যের দিকে চলিয়া যাইতে পারিবে।

১০। অশান্তি সর্ব্ব দুঃখের মূল। এই অশান্তি দূর করা প্রয়োজন। সমুদয় অভাব নামে পূর্ণ হইল।

১১। বিষয় বাসনা জড়িত মানুষ বনে প্রবেশ করিয়াও সাধনের তত্ত্ব লাভ করিতে পারেনা। সাধন আরম্ভ হলে মন জনশূন্য স্থানের আদর করে। ইহার কারণ এই, দয়াময়ের পূর্ণ যোগ বিজন স্থানে মনে করে। কিন্তু আমাদের পক্ষে চির সাধিত সংসারই মুখ্য। নির্জ্জনতা, জনতা উভয়ই

তুল্য। গৃহেতে নানা প্রকার উপদ্রব মন স্থির করিতে বাধা দেয়। বনেও শ্বাপদের ভয় আছে। গৃহের জঞ্জাল ও বনের শ্বাপদ অসাধিত হৃদয়ের জন্য উভয়ই তুল্য প্রতিবন্ধক।

১২। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অণু হইতে স্থূল সমুদয় বস্তু অসীম ভাব প্রকাশ করিতেছে। একটি মনুষ্যেতে জগতের যেমন ছায়া আছে একটি পরমাণুতেও তেমনি জগতের যোগ রহিয়াছে।

১৩। সাধকবৃন্দেরই রাজাদিগের মঙ্গলের জন্য বিশেষ আগ্রহ থাকা উচিত। রাজ্যের মঙ্গল হইলে সাধারণেরও মঙ্গল হয়। 'গর্ভস্থ হইবার পূর্ব্বে বিশেষ রূপে তোমার কাজ করিব' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া জীব সংসারে আসে; জন্মিবা মাত্রই ওনা ওনা বলে পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যায় অর্থাৎ পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞার ভাব আর নাই। রাজা হইবার পূর্ব্বে বিশেষভাবে কার্য্য কর্ম্ম করিব বলিয়া যে উৎসাহ থাকে, রাজা হইলেই তাহা ভুলিয়া যায়।

১৪। নানা প্রকার ভাবের একত্র মিলনের নাম শঙ্কর যোগ। এই শঙ্কর যোগ ব্যতীত সাধন সিদ্ধ হইতে পারেনা। জগতের মধ্যে যত প্রকারের ভাব আছে–ইহার একটি বাকী থাকিলেও শঙ্কর যোগের শেষ হইতে পারেনা। গৃহাভ্যন্তর দৃষ্টি কর, শঙ্কর যোগ লাভ হইবে।

১৫। মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি সাধারণ ভাবের ব্যাপার ছেড়ে দাও। দয়াময়কে বিশেষভাবে গ্রহণ কর।

১৬। রোগ শোক মঙ্গলের কার্য্য করিতেছে, অকৈতবে ইহা মনে রাখিব – এই আমাদের প্রয়োজন।

১৭। চিন্তামণির যোগ লাভ করিতে হইবে। এই জন্য নিদ্রাতে-জাগরণে চিন্তামণি হৃদয়ে এইটি মনে রাখা আবশ্যক।

১৮। পরমার্থ তত্ত্বদর্শী লোক সকল অবিষয়ের কার্য্য ভালবাসে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় হইতে বিষয় একেবারে দূর হয় না। কিছু কিছু বিষয়ের ভাব না রাখিয়া মানুষ জীবন যাপন করিতে পারে না। পাড়ে যাইতে কঠোরতা আবশ্যক। সংসারেতে অসংসার জ্ঞান সর্ব্বদা মনে থাকা আমাদের প্রয়োজন। আমরা বলি, সাধন কর সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া। ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন হইলে অন্য আর কিছুই হৃদয়ে আনন্দ দিতে পারেনা। চ্যবন মুনির রাজ্য সুখ ছিল না। সংসারের জন্য কিছু মাত্র বেগ ছিল না। কেবল গৃহিণীর প্রতি ভালবাসা ছিল। সময় সময় সেই ভালবাসা দ্বারা মন অভিভূত হয় ভাবিয়া গৃহেতে থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু বনে যাইয়াও তাঁহার সাধন সিদ্ধ হইল না। তাই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং অচিরেই সাধনের ফল লাভ করিলেন।

১৯। বাৎসল্য ভাব সকল শিশু সন্তানের মধ্যে। এই বাৎসল্য ভাব জগতের শুভাশুভকে একত্র করে। সন্তান বাৎসল্যের মধ্যে আমাদের মনকে অবিরত নিয়োগ করিতে হইবে। লালনের আবশ্যক, তাড়নের বিশেষ আবশ্যক নাই। সন্তান বাৎসল্য আমাদের দ্বারা বিশেষ রূপে হইতে পারে আমাদের এই প্রয়োজন। জগতের হিত লক্ষ্য করিয়া দয়াময়ের অর্চ্চনা না করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না।

২০। হৃদয় রাজ্যে মনের শান্তি নাই, কার্য্য কর্ম্মে আলস্যের ভাব, শরীর রুগ্ন, সমুদয়ই প্রকৃতি পুরুষের যোগের বিতস্ত ভাব। আরাধনা, প্রার্থনা ও ধ্যান সকলই অকর্ম্মন্য যদি দয়াময় হৃদয়ে আবির্ভূত বলিয়া বুঝা না যায়।

২১। সংসারে অসংসার যাহা আছে তাহা সমুদয়ই দয়াময়। এই উভয়ের এক যোগ ভিন্ন সাধন ভজন পূর্ণ হইতে পারে না। এখন অভ্যাস যোগে দয়াময়ের অধীন হইয়া সংসার ও অসংসার উভয়কে অসংসার মনে কর। কেননা উভয়ই দয়াময়ের কার্য্য করে। প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে, প্রত্যেক ভাবের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব ভাবুক হৃদয়ে প্রকাশিত। ইন্দ্রিয় সেবা বিহীন হইলে অতিন্দ্রিয় ভাব লাভ হইতে পারে না।

২২। জগতের মধ্যে যত কার্য্য করিতে হইবে গৃহের মধ্যে তাহার কার্য্য যোগ আরম্ভ হয়। গৃহের ভাব পুষ্ট থাকিলে মনের মলিনতা থাকিতে পারেনা এবং কার্য্যের বাধা বিঘ্ন চলিয়া যায়। একবার দৃঢ় করিয়া দয়াময় নাম হৃদয়ে রাখ, গৃহের কার্য্য পূর্ণ হইবে। তৎপর জগতেরও সুসার দেখিবে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কলেবরেও তাহা। দয়াময়ের চরণের মধ্যে জীবনের যেমন অধিকার মৃত্যুরও সেইরূপ অধিকার। মৃত্যু, রোগ, শোক শরীর সংশোধক; নাশক নহে। মৃত্যু চারি প্রকার– বাচনিক মৃত্যু, আধ্যাত্মিক মৃত্যু, সংসার বিচ্ছিন্নতা মৃত্যু ও কায়িক মৃত্যু। কায়িক মৃত্যুকেই মানুষ ভয় করে। শরীর ধ্বংস হয় আর দেখা যায় না, কিন্তু শরীর থাকে। যে বীজ হইতে এই অঙ্কুর সেই বীজেতে লুক্কায়িত থাকে। বাহিরের চক্ষু দ্বারা কেহ দেখিতে পায় না।

২৩। অহঙ্কার হৃদয়-মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কার্য্য সিদ্ধি হইতে দেয় না। আমিত্ব লোপ হইয়া আপনাকে আপনি স্থির ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলে কিরূপে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। মন্দভাব সকল হৃদয়ে আছে কোন প্রকারে মনকে নিষ্কৃতি দেয় না। এই মন্দভাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আমাদের প্রয়োজন।

২৪। উপায় রহিত হইয়া যে জন পরপাড়ে যাইবার জন্য দয়াময়ের কৃপার উপরেই কেবল নির্ভর করে, তাহার আর অশান্তি থাকিতে পারে না। মাতার রূপ বড় চমৎকার, বড় সিদ্ধ কার্য্য দায়িনী– এই মাতৃযোগ হৃদয়ে রাখিলে দয়াময়ের কৃপাতে নির্ভর করিতে পারিবে। কাতর ভাব থাকিবেনা, মনের আনন্দ, শান্তি কেহ হরণ করিতে পারিবেনা।

২৫। তোমাদের সুখ সম্পদ এই হৃদয়ে, যদি মনের কৈতব রাখ তবে শরৎকালের জ্যোৎস্না পাইবেনা।

২৬। মানের গৌরব যাহাদের মনে আছে তাহারা কখনই দয়াময়ের শরণাপন্ন হইতে পারে না। তোমরা সকলে জয় দয়াময় বলিয়া মনে এই একটি ভাব রাখ যে– আমাদের মনে বা প্রাণে কোন ভয় আনয়ন করিবনা। দয়াময়ের কার্য্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব, তাহাতে যাহা হইবার হবে। সেই জন্য চিন্তা কিছু মাত্র করিব না।

২৭। কে আছে সংসারে এমন যে তোমার নাম স্মরণ না করিয়া পাড়ে যাইতে পারিবে। মনের আশা শেষ কার্য্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারেনা। শেষ কার্য্য দয়াময়ের নামে পূর্ণযোগ, যে যোগে মানুষ এই নাম শুনিলে আর মস্তক অবনত না করিয়া পারিবেনা। মানুষের সকল ভাব এই নামে পূর্ণ হইবে। এই কৈবল্য যোগে জগত উদ্ধার হইবে।

২৮। সকল প্রকার কার্য্যই নিজ অলৌকিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। কাজেই কার্য্যেতে দয়াময়, ভাবেতে দয়াময়, রূপেতে দয়াময়–যাহা করি, শুনি, দেখি– সকলই দয়াময়ের ছবি। কেবল উপাসনাতে ব্যস্ত হইয়া বসিয়া থাকিব, কার্য্যেতে কর্ম্মেতে উপাসনা আছে তাহা বুঝিব না ইহা হইতে পারে না।

২৯। দয়াময় নাম জপ করিলে মানুষ পূর্ণ প্রেম লাভ করিবে। এ নাম নিলে আর অন্য কিছু প্রয়োজন থাকে না। জগত বলিবে দয়াময়। এই নামেই একতা, এই নামেই শান্তি, এই নামেই পরিত্রাণ লাভ করিবে।

৩০। মাতৃস্তন্য পান করিয়া শিশুরা যেমন আনন্দ লাভ করে মানুষ সেইরূপ ঈশ্বরের চরণ সেবা করিয়া নানা যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পায়। দয়াময় মানুষের হিতের জন্য অগ্রে অধিক পরিমাণে রোগ, শোক আনয়ন করিবেন। এই রোগ, শোক চমৎকার ভাবে মানুষকে জীবন দান করিবে। ঈশ্বরের চরণে বিশেষ ভাবে লিপ্ত করিবে।

৩১। শিব সর্ব্বদা শক্তি সাধনের দ্বারা সাধনে উন্নত হইয়াছিলেন। ইহার সাধন কেবলই শক্তির চরণ সেবা। দুর্গা এবং কালী এই দুইরূপে জগতে শক্তি রূপ পূর্ণ হইয়াছে।

৩২। তোমাদের একা যত্নে কোন কার্য্য হইতে পারে না। উভয়ের মনের ভাবে উভয়কে ঈশ্বরানুরক্ত করে। কেবল একজনের ভাবে নহে।

৩৩। ব্যাকুল প্রাণে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হয়। প্রেম বড় মধুর। প্রেম ছাড়া নাম কার্য্য করে না। প্রেমে সংসার স্বর্গে পরিণত হয়। ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন হইলে কোন প্রকারের চিন্তা আর থাকে না। জগত আনন্দময় হয়। প্রেম সমুদ্রের ন্যায় অসীম, অনন্ত। কোন প্রকারের কার্য্যই প্রেম ছাড়া সফল হয় না। প্রেম সাধন বড়ই কঠিন। প্রেমের জঞ্জাল, নামে মিশ্রিত না হইলে জীবন সংশোধন হয় না। প্রেমিকের সঙ্গ প্রেমের প্রথম সোপান। আসক্ত নাশ আদর্শ। নাম ও প্রেম এক। বিরহ ও মিলন লয় না হইলে প্রেম পূর্ণ হইতে পারে না।

৩৪। সন্তানদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৃপার পাত্রী হিন্দুদিগের বিধবা। তাহারা দিন যামিনী কঠিন নিয়মের অধীন হইয়া স্বামী সুখ হইতে বঞ্চিত আছে। তোমার নিকট প্রার্থনা করি, রবি শশী তারা যেমন আকাশে আছে তেমন এই বিধবাদের উজ্জ্বল কান্তি উপস্থিত কর এবং সর্ব্ব দুঃখ মোচন কর। তোমার বিধবা সন্তানগণ বিয়োগ বিধুরা তাহাদের অগ্নিময় জ্বালা নিবারণ কর।

৩৫। সংসারের ত্রুটি যাহারা দয়াময় নামেতে পূর্ণ যোগ দিয়াছে তাহাদের জন্য একবারে ঘুচিয়া গেল।

৩৬। আমি মরি, তুমি বাঁচ এরূপ কথা স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ বলিতে সাহস করে না। মাতৃভাব স্ত্রীর মধ্যে আছে।

৩৭। দয়াময় নাম হৃদয়ে রাখ, আর অশুভ নাই।

৩৮। ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বকার্য্য। এজন্য ভক্তি বিশেষ রূপে মনেতে আনিয়া সকল প্রকার অভক্তির ভাব দূর কর।

৩৯। যম যন্ত্রণা অতি প্রবল বেগে আসিয়া দেখিল এ স্থানে তাহার বাস হইতে পারে না। কোথা যাব দয়াময়কে জিজ্ঞাসা করিল। দয়াময় বলিলেন স্থানান্তরে যাও; যে স্থানে দয়াময় নাম নাই সে স্থানে যাও। যম যন্ত্রণার আকার বড় ভয়ানক।

৪০। অশান্তি শান্তির রাজ্য আনয়ন করে।

৪১। দয়াময়ী বলিতেছেন, শুন হে পুত্র কন্যাগণ আমি আজ সন্তানগণের অশুভ ব্যাপার উপস্থিত করিব। অকুশল না হইলে কুশল হইতে পারেনা।

৪২। পরোপকার আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা আদর্শ জীবন লাভ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। যাহারা ঈশ্বরের নামে কার্য্য করেন, তাহারা দেখেন আমার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্ম বা ভাব থাকিতে পারে না। তাঁহারা ঘরে ঘরে অণু পরমাণুতে দয়াময়ের কার্য্য দর্শন করেন। তাঁহার নিকটে আপন-পর, শত্রু-মিত্র কেহ নাই। সকল এক জানিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন। স্বার্থ থাকে না বলিয়া তাহার কাছে জগত ভ্রাতা, ভগিনী, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ভাসুর, জনক জননী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার শরীর মন কেবল জগতের শান্তি বিধান করিতে ব্যগ্র হয়। তাঁহার বিষয় সম্পদ জগত গ্রহণ করেন। তিনি দেখিয়া আনন্দিত হন। আমার বলিয়া তাহার কিছুই থাকেনা। আমিত্বের খেলা ফুরাইয়া যায়। তিনি সর্ব্বদা উপলব্ধি করেন, সকলের সঙ্গে প্রেম না জন্মিলে তাহার শান্তি নাই। মুক্তির পথে দণ্ডায়মান হইলেই মানব পরোপকার সাধনে ব্রতী হইয়া জীবন সফল করিতে পারে। পরোপকারীর হৃদয় ধর্ম্ম মন্দিরে পরিণত হয়। দেব-কিন্নর কাহারও সহিত তাহার পার্থক্য থাকেনা। জগত মাতার কোলে স্থান লাভ করিয়া প্রশান্ত হন। ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। দয়াময় তাহার নিকট অবতীর্ণ হন। তিনি ঈশ্বর দর্শন করেন।

৪৩। একটি যোগ আজ উপস্থিত হইল এমন ভাবে যে যত যন্ত্রণা মানুষের মধ্যে আছে তাহা সমুদয় একবারে দূর হইয়া যাইবে। সে যোগ সম্পদ সাধন। এই সম্পদ সাধন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আছে। দয়াময় নাম বড় চমৎকার। মহাযোগ উপস্থিত এই নামেতে হয়। পূর্ব্বে যাহা হয় নাই এখন এই নামে তাহা হবে। সাধকগণের কঠোর সাধনের ফল এই নামেতে পাইবে। এই নাম স্মরণ করিলে সকল ভয় দূর হইয়া যায়। মনের মলিনতা থাকেনা। জননীর কোপ যাহা সন্তানের উপর বর্ত্তে

এই নামেতে তাহা সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইবে। দয়াময় তোমাদের কল্যাণ করিবেন এই কথাতে স্থির বিশ্বাসী হও, কখনও অন্যমনা হইও না।

৪৪। অসুর আর সুর উভয় ভাবই দয়াময়ের। যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাদের জন্য শান্তি আনিবে সন্দেহ নাই। অসুর দিগের প্রতি মানুষের সদ্ভাব নাই অথচ অসুর প্রবৃত্তি হৃদয়ে আছে।

৪৫। মনের সাধে মানুষ কার্য্য করে কিন্তু কার্য্যে বিপদ ঘটিলে বড় বিমর্ষ হয় এবং আপনাকে ধিক্কার দেয়। যদি মানুষ কোন কাজ করিতে পারিত, তবে সকল কার্য্যের সাধ্য থাকিত; কিন্তু সাধ্য নাই দেখা যায়। মনে মনে কল্পনা কত প্রকার হয় কিন্তু তাহা কল্পনা নহে। ঈশ্বর স্বয়ং এ সকল কল্পনার মূলে, যাহা দেখ তাহাই তিনি। আমি মনে করিতেছি আজই ঈশ্বরকে লাভ করিব। কিন্তু ঈশ্বর তাহা পূর্ণ করেন না। ইহার কারণ কেবল নির্দ্দিষ্ট সময় হয় নাই এই মাত্র। সাধু সঙ্গ পরম ধন, গ্রহণ কর।

৪৬। তোমরা একবার ভেবে দেখ দয়াময় তোমাদের কি? যদি বুঝিতে পার দয়াময় তোমাদের আত্মীয় তবে দয়াময়কে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইয়া স্থাপিত কর। উভয়ের মিলিত যোগের মধ্যস্থানে দয়াময় না বসিলে পূর্ণ কার্য্য আরম্ভ হইতে পারেনা। ধ্যানে যে মূর্ত্তি দেখ বা দেখিবা তাহা সকলেই দয়াময়ের রূপ। জীবন ধন্য হইবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা কিন্তু কে এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবে? আপনার শক্তিতে হইবেনা, মনে ঠিক যেনো।

৪৭। দয়াময় নামের মহিমা জগতে বিস্তৃত হইল আর অমনি সন্তানের কার্য্য বিশেষরূপে আরম্ভ হইল।

কখনও স্ত্রীলোকেরা সন্তানের জন্য আর ভাবিবেনা। সন্তান উৎপত্তিই জগতের সৃষ্টির এক প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যের জন্য যাহা কিছু সংসারে আছে তাহা সকলই নিযুক্ত রহিয়াছে।

৪৮। যত সুখের কার্য্য জগতে আছে মা তাহার সর্ব্ব প্রধান সুখের কারণ। এই ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ প্রেমের ধাম।

৪৯। দয়াময় বলিলেন আমার রূপ তোমার মধ্যে, জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ও ভাবের মধ্যে কার্য্য করিতেছে। তুমি এটি ভাল করিয়া মনে স্থির বিশ্বাসে গ্রহণ কর। এখন বল সকলে আর আমরা তোমাকে ছাড়িয়া অন্য দিকে মন দিবনা। তুমি ঘরে আছ তুমি বাহিরে আছ কিন্তু ঘরে অগ্রে তোমাকে দেখিব, বাহিরে পরে দেখিব।

৫০। বিষয় লালসা, জিতেন্দ্রিয় ভাব মনেতে মালিন্য সঞ্চার করে। জিতেন্দ্রিয় ভাব মনে রাখার কোন আবশ্যকতা নাই। কেননা জিতেন্দ্রিয় ভাব মনেতে থাকিলে, দয়াময়ের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার উপর নির্ভর করিতে হয়। আমি চেষ্টা দ্বারা শরীর সংশোধন করিব এই কথা কেবল অলীক। আমি কিছুই করিতে সক্ষম নহি এরূপ চিন্তা মনে থাকাই মনের সার কার্য্য এবং দয়াময়ের উপর নির্ভর করিবার সুযোগ। যদি বল আমি জিতেন্দ্রিয় না হইলে আমার মঙ্গল হইবে না তবে উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে তুমি তোমার শরীর মনের কার্য্য করনা, তোমার কার্য্য ঈশ্বর করিতেছেন। ঈশ্বর যাহা করিতেছেন তাহাতে অনিষ্টা শঙ্কা করা তাঁহাকে অবিশ্বাস করা হয়। এই জন্য বলি তোমরা আর আপনাদের চেষ্টা খাটাইতে মনে করিওনা।

৫১। দয়াময় নামে এখন অবধি যাহারা দীক্ষার ভাব পাইবে তাহারা কোন প্রকারেই আর যন্ত্রণা ভোগ করিবেনা।

৫২। উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে বিচ্ছেদ অহংকার ঘটাইতেছে। সেই বিচ্ছেদের মিলনের নাম উপাসনা। অহংকার দূর হইয়া উপাস্য উপাসকের অবিচ্ছেদের মিলনের নাম উপাসনা।

৫৩। সন্তান উৎপত্তিই জগতের সৃষ্টির এক প্রধান কার্য্য।

৫৪। সকল প্রেম একদিন কৃষ্ণ নামেতে ছিল। আজ অর্ধযোগ আছে।

৫৫। আমরা কি করি জানি না– কেবলই দয়াময়ের ইচ্ছার অনুগামী হইয়া কার্য্য করি।

৫৬। আমি দয়াময় নামেতে তোমাদের উন্নতি সাধন করিব– ইহা দয়াময়ের বাণী।

৫৭। "মানসং স্মরন্ত মঙ্গলাস্পদং" মনে মনে মঙ্গলের স্থানকে স্মরণ কর। বিবাদ বিসম্বাদ একেবারে চলিয়া যাইবে।

৫৮। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি যত জন্তু আছে, সকলেই তোমার প্রেমে মত্ত। কিন্তু সকলেই আবার মানুষের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পূর্ণভাব মানুষের মধ্যে আসিলে সকলের কল্যাণ হইবে এই কথা আজ দয়াময় বিশেষরূপে প্রকাশ করিলেন।

৫৯। তুমি যদি কর কৃপা থাকে না আর মৃত্যু ভয়। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র সকলই তোমা হইতে অন্ধকার।

৬০। প্রসন্নতাই সিদ্ধিযোগ। এই সিদ্ধিযোগ কঠিন নহে। কেবল বিকার পরিত্যাগ মাত্র।

৬১। স্বজাতি বিজাতি সকলই এক জাতি। দয়াময়ের জাতি কিছুই নাই, তথাপি জাতিভেদ যে কারণে নানা ভাবও সেই কারণে হইয়া থাকে।

৬২। দয়াময়ের অধীন হইলেই পূর্ণ স্বাধীনতা আসিল।

৬৩। প্রত্যেক মানুষ দয়াময়ের চরণে সাধ্য সাধন করিবে। একজনও আর এই নাম না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিবে না।

৬৪। একটি অপরূপ লাবণ্যযুক্ত সিংহাসন মাথায় করিয়া এক ব্যক্তি জগতে ভ্রমন করিতেছে। এই ব্যক্তি নিকটস্থ লোক, অতি নিকটস্থ যাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বিশেষ ভাবে আসিতেছে; এই বাটির গৃহিনী- জয়দুর্গা নাম। এই মন্দিরে যাহার পূজা সর্ব্বদা হইয়া গিয়াছে। তিনি আজ ছদ্মবেশে মনের মালিন্য লইয়া সংসারে কার্য্য করিতেছেন। তিনি মানুষ রূপী নারায়ণী। তাহার পুত্র কন্যা জগতের সকল লোক। তাঁহার অংশে মনের বিশেষ ভাবে সকল লোকের জন্ম হইয়াছে। এই কথা সামান্য নহে। যখন সিদ্ধ যোগ পূর্ণ হইবে তখন বিশেষ রূপে জানিতে পারিবে।

৬৫। মশক গলক রন্ধ্রে হস্তীযূথঃ প্রবিষ্ট; অর্থাৎ একটি মশার গলার ছিদ্রের ভিতর দিয়া হস্তীর দল প্রবেশ করিতে পারে– ইহা সাধকদিগের অবিশ্বাস্য নহে। সাধকেরা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সর্ব্ব বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে। তাহারা জানে ঈশ্বর স্বয়ং সকলি করিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছা অমোঘ ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছার অসাধ্য কিছুই নাই।

৬৬। মাতা জয়দুর্গা হইয়া জগতকে বিশেষ ভাবে মনের শান্তি দিলেন। আমরা মনের সাধ পূর্ণ করিব মাতার হৃদয়ে। এই জয়দুর্গার মধ্যে দয়াময় পূর্ণভাবে আছেন। এই মাতা পিতার পূর্ণ সঙ্গিনী।

৬৭। যত অশান্তি অমঙ্গল সংসারে আছে সকলই শান্তি এবং মঙ্গলের পূর্ব্ব কার্য্য ও শুভ ভিন্ন অশুভ নহে। এই বিবেক মনে রাখ। যে পর্য্যন্ত আমিত্ব দূর না হয় সেই পর্য্যন্ত আমার কার্য্য আমি করি এই জ্ঞান থাকে।

৬৮। দয়াময় নাম অরূপ রূপ মাধুরী। কার্য্য কর্ম্ম সকল এই নামের মধ্যে, জগত প্রবেশ করিল এই নামের মধ্যে। এই নামে পাষাণ বিগলিত হইল।

৬৯। দয়াময় বলিলেন শুনহে সন্তানগণ, তোমাদের আশা পূর্ণ হইবে সস্ত্রীক কার্য্য আরম্ভ করিলে। আমি বলিতেছি তোমরা বড় প্রেমশূন্য দরিদ্রতাতে জীবন যাপন করিতেছ। এই নিমিত্তে মহা সমারোহ তোমাদের কার্য্য নহে। তোমরা সহস্র সহস্র লোকে বা ধনে বেষ্টিত হইয়া থাকিলেও গৃহের দিকে আমার আবির্ভাব দর্শন করিতে না পারিলে তোমাদের সকল কার্য্য পণ্ড।

৭০। অহঙ্কার যোগে মানুষ হত চেতন এই জন্যই মনের মলিনতা দূর হইতে পারেনা। আমি বলিতেছি তোমরা হত চেতন হইয়া আর কাল যাপন করিও না। তোমাদের চেতন উপস্থিত হইয়াছে; অচেতন ভাব ছাড়িয়ে দেও। সর্ব্বদা মনে কর আমাদের নিবাস ভূমি মাতৃ যোগে দয়াময়। পিতৃযোগ এখনও ভাল করে লাভ করিতে পার নাই। ইহার কারণ সিদ্ধযোগ অর্দ্ধ পরিমাণে শেষ না হইলে পিতৃ মাতৃ উভয় যোগ একত্র হইতে পারেনা। এজন্য মাতৃ স্তন্যপায়ী শিশুর ন্যায় বালক বৃদ্ধ সকলে যম যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য দয়াময় গৃহে ও আমরা তাঁহাতে নিবাস করিতেছি এই কথা সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখ।

৭১। কি কাজ আর ভবনে যাহার সাধকত্ব জীবনে বিশেষরূপে হয়েছে। তাহার গৃহ সকল স্থানে বন, উপবন, নগর, গ্রাম, শূন্যস্থান প্রভৃতি সকলই তাহার গৃহ। জগত যেমন দয়াময়ের আবাসভূমি তাহারও সেই প্রকার। গৃহ নাই, অর্থ নাই, বিত্ত নাই এই কথা ভাবিব না। আমরা সকল অভাব মোচনের কারণ দয়াময়ের চরণ শরণ লইলে পূর্ণ শান্তি পাইব। দয়াময় সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন, দয়াময় হৃদয় স্বামী হইয়া বিশেষ কার্য্য করিতেছেন। দয়াময় গৃহিনী হইয়া বড়ই মঙ্গল প্রদান করিতেছেন। আমি কিছুই করি না, দয়াময় সকল করেন এই কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, মনে থাকিলেই হইল।

৭২। চঞ্চল চিত্ত হইওনা। দুঃখ পাইতেছ, জ্বালাতে জ্বলিতেছ, অন্ন ক্লেশে ক্লিষ্ট আছ, কিন্তু তোমাদের মন দয়াময়কে স্মরণ করিবা মাত্রই সকল দুঃখের উপরে উচ্চ শান্তির সলিলে ভাসে। এই কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে– তোমাদের আর বিচলিত ভাব হইবে না। তোমরা সংসারে থাকিয়া স্বর্গ লাভ করিবেই করিবে এই কথা দয়াময় পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন।

৭৩। যদি চাও কেবল মঙ্গল তবে অর্দ্ধযোগ লাভ হইবে। এই জন্য মঙ্গল এবং অমঙ্গল উভয়কেই হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইবে। যত অমঙ্গল সংসারে সকলই দয়াময়ের ইচ্ছাতে কার্য্য করিতেছে।

৭৪। দয়াময় বলিলেন শুন হে বাপু তোমাদের মন্দযোগ পূর্ণ না হইলে সংসার স্বর্গ হইতে পারে না। কায়িক জ্বরে যেমন শরীর কম্পিত হয় তেমন তোমরা উচ্ছ্বাসে আনন্দ যোগে কম্পিত কলেবর যখন হইবে তখন গৃহের যোগ শুদ্ধ হইবে, মনের সাধন পূর্ণ হইবে। যদি মনের বাসনা পূর্ণ করতে চাও তবে হৃদয়ে প্রেম সুধা বিশেষরূপে গ্রহণ কর।

৭৫। দয়াময় মঙ্গলময়, তাহার কার্য্যে অমঙ্গল নাই। দয়াময়ের নাম লইয়া সংসারে কার্য্য কর্ম্ম করিব, অনেকেরই মনে এই সংকল্প। সেই কার্য্য কর্ম্ম গৃহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। বাহিরের উদ্যোগ দ্বারা যাহা না হয়, গৃহের প্রেমে তাহা খাটিয়া উঠে একথা আজও কেহ মনে স্থির বিশ্বাসের সহিত ধারণা করিতে পারে নাই। আমি বলিতেছি তোমরা এ কথা ভাল করে মনে বিশ্বাস কর যে– "গৃহেতে প্রেম সকল সম্পদের মূল।"

৭৬। নিরানন্দ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান উপস্থিত না হইলে ঘুচিতে পারে না। সকলই দয়াময়ের পূর্ণ কার্য্য এবং সকলই তাহার বিশেষ আদেশ। এই মনে করিয়া যাহারা ধর্ম্ম রাজ্যে গমন করিতে সক্ষম না হয় তাহাদের মলিনতা শীঘ্র দূর হয় না। কি অন্ধতা জগতে! সর্ব্বদাই মান সম্ভ্রমের জন্য চিন্তা। কিন্তু কোন প্রকারেই গৃহে মনের যোগ থাকে না। আজ তোমাদের জীবন সংশোধনের ভার দয়াময় লইলেন। কিন্তু কতক দিন পর গৃহ শূন্য ভাব তোমাদের বড় দুঃখ দায়ক হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে গৃহের লোক নিজ গৃহে তিষ্ঠিয়া থাকিবে না। জগতের উপকারের জন্য জগতের কার্য্য করিবে। এজন্য তোমরা বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হও যেন জগতের কার্য্য ভিন্ন আর কোন কার্য্য মনে না থাকে।

৭৭। ভাই ভগিনী বন্ধু বান্ধব সকলে চল হে একবার সাধ্য সাধন পূর্ণ করিবার জন্য দয়াময় সমীপে প্রার্থনা করি।

৭৮। জগতে যাহা কিছু দেখ সকলই দয়াময়। যদি সকলই দয়াময় তবে আমি কি? আমিও দয়াময়। তবে কেন দুঃখ যন্ত্রনা? দয়াময় কি কখনও দুঃখ ভোগ করেন?

বাস্তবিক দয়াময় কোন দুঃখ ভোগ করেন না। তোমাদের শরীর ও মনে যে সকল দুঃখ আছে তাহা কেবল ফাঁকি। এই ফাঁকি আমি নাই এই কথা যখন ঠিক হইবে মনে তখন বুঝিতে পারিবে। 'আজ আমরা সকলই দয়াময়' এই কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখিব এই জন্য উপাসনাতে বসিয়াছি। এই কথা তোমরা ভাল করিয়া মনে রাখ।

৭৯। আমি করি তুমি কর তাহা কিছু নয়। কেবল মাতা পিতার যোগে কার্য্য করিতেছি। পিতা মাতার আহ্লাদের বস্তু পুত্র-কন্যা, পিতা মাতার কোলেই চিরকাল আছে। তোমরা অসাধ্য সাধন কর। তোমরা সাধ্য কার্য্যই করিতেছ, কেননা সকল রাজ্যই তোমাদের জনক জননী অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। যে স্থানে পিতা মাতার পূর্ণ অধিকার সেখানে পুত্র কন্যার অসাধ্য কি আছে? কেবল মনের ভ্রান্তিতে আপনার রাজ্য আপনি চিনিতে না পারিয়া উন্মাদের ন্যায় ভ্রমন করিতেছ। আজ অবধি সর্ব্বদা মনে রাখ "যিনি মহারাজা বিশ্বময় প্রজা জাননারে মন, তুমি পুত্র তার"।

৮০। কে আর করিবে বিষয়, যাহার বিষয় তাহার হাতে আছে, আর কেহ কিছু জানেনা ও করেনা। আমরা কিছু জানি এই কথা সময় সময় মনে উপস্থিত হয়। কিন্তু কিছুই জানিনা তথাপি অহংকার বলে জানি। কি আশ্চর্য্য আমি কিছুই নই অথচ আমি জানি ও করি। আমরা চাই কি? কেবল চরণ দু খানি মাথায় নিয়া সেবা করি এই একান্ত বাসনা। আমরা চাই কি? মনের সাধে চরণ আলিঙ্গন করি। হৃদয় মন তোমাকে দিয়া নিঃশঙ্কিত চিত্তে জীবন পবিত্র কর। তোমার দর্শন চক্ষুর সাধ্য সতত লাগিয়া থাকে। অন্ততঃ আমরা চাই তোমার হস্ত আমাদের প্রেম সুধা নীরে আকর্ষণ করুক।

৮১। জীবন সফল কর পূর্ণ পরাৎপর দয়াময় নামে। এই নাম সুধা পান করিবার জন্য যাহারা ব্যাকুল তাহাদের ভাল মন্দ বিচারের প্রয়োজন নাই। যাহা হইবার তাহা হইবে, নামের মধ্যে মজিয়া থাকিব এইরূপ ভাব হৃদয়ে রাখা আবশ্যক। বিষ ক্রিমি যেমন বিষ মধ্যে আহারীয় লাভ করে তদ্রুপ আমরাও এই মায়াময় সংসারে যত মন্দ ভাব আছে সকল হৃদয়ে আনিয়া দুঃখ দূর করিব। কিছুই মন্দ নাই কিছুই প্রকৃতির বিরোধি নয়। কিছুই আমাদের পরিত্যাগ করিবার বস্তু নয়। আমরা নির্ভয়ে দুঃখের বোঝা মাথায় লইব। বিষ খাইয়া প্রাণ ধারণ করিব। অত্যাচারে, রোগে, শোকে কুণ্ঠিত হইব না। কারণ এই– আমাদের মন্দভাব যত সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের জীবন সংশোধনের জন্য মন্দযোগ হৃদয়ে আনা আবশ্যক। কেননা তাহা তিক্তরস প্রদান করে। তোমরা সকলে মনে মনে বল, মন্দ আমাদের ভাল।

৮২। যদি কেহ আনন্দ চাও তবে দয়াময়কে বিশেষ ভাবে ধর। কোন প্রকারেই মনে শান্তি আসিবে না যদি দয়াময়ের চরণ লাভ না কর। যদি মানসিক চিন্তা মনকে অস্থির করে তবে দয়াময় শরণ মনন ব্যতিত আর কিছুতেই শান্তি হইতে পারে না।

৮৩। আমরা সকলে আনন্দ লাভ করিব; নিরানন্দ সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিব এই আমাদের জীবন মুক্তির আদর্শ।

৮৪। কেবল মনে চিন্তা কেমন করিয়া মানুষের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিব। ঈশ্বরের নাম হৃদয়ে থাক আর না থাক মুখে নাম বলিলেই মানুষ প্রেমিক বলিয়া বুঝিবে। আমরা ইহার বিপরীত ভাব চাই, আমরা

মনে মুখে এক রকম চাই। মুখে দয়াময় হৃদয়ে শূন্য এরূপ ভাব যেন আমাদের না থাকে।

৮৫। মানুষ স্বয়ং কার্য্য করিতে পারিলে কিছু পরিমাণে আপন দুঃখ দূর করিতে পারিত। যখন তাহা সে পারে না, তখন ঈশ্বর ব্যতীত মানুষ কার্য্যের কোন সাধ্য রাখেনা। এই কথাটি যেন চিরকাল স্মরণ থাকে।

৮৬। চারিজন যম কিঙ্কর দয়াময়ের শরণাপন্ন হইয়া বলিয়া আমাদের রাজা ধর্ম্মরাজ বলিয়াছেন দয়াময় নাম যাহারা নিল তাহাদিগের প্রতি তাহার অধিকার নাই। তিনি বলিলেন এই নাম বিস্তার করিয়া কি তাঁহার অনিষ্ট করিবেন? দয়াময় বলিলেন তোমাদের রাজাকে বল এখানে আসুক। তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজ আসিয়া সিদ্ধাসনের নিকট প্রণিপাত করিলেন। দয়াময় বলিলেন ভয় কি তোমার? তোমার কার্য্য পূর্ণ হইল। তুমি বিশেষরূপে আর একবার কার্য্য করিতে পারিবে। কেননা বহুলোক দয়াময় নাম জানিতে পারিবে না। তাহাদের মৃত্যু হইবে। এখন যাহারা এই নাম লইয়াছে তাহাদের মৃত্যু ভয় নাই। এই নামেতে বিশেষ ভাব রাখ জীবনে মৃত্যু আসিবেনা। যে ব্যক্তি দয়াময় নাম বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিবে তাহার ও যে ব্যক্তি নাম লইতে অশক্ত তাহার জন্য অন্য ব্যক্তি দয়াময় নাম লইলে শান্তি হইবে।

৮৭। তোমাদের মন আমাতে অর্পণ করিয়া একবার দয়াময় বল, তাহা হইলে কোথায় দয়াময় জানিতে পারিবে। আমি তোমাদিগকে এই কথা দয়াময়ের ইচ্ছাতে বলিলাম। মনের সাধ দয়াময়ের নামে পূর্ণ হইবে এই কথা হৃদয়ে স্থির বিশ্বাস করিবে। আর কিছু জগতে নাই এই নাম ব্যতীত, এই কথা ভাল করিয়া মনে রাখ তবেই অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হইবে না।

৮৮। মনের আনন্দে নৃত্য কর। দয়াময় নাম সার কর। সকল সাধ্য সাধন পূর্ণ হইবে–এই দয়াময়ের বাণী।

৮৯। সিদ্ধ হয় মনের কামনা যদি দয়াময় নামে সম্পূর্ণরূপে মন অর্পণ কর। তোমাদের মন্দ যোগ পূর্ণ না হইলে সংসার স্বর্গ হইতে পারেনা। যদি মনের বাসনা পূর্ণ করিতে চাও তবে হৃদয়ে প্রেম সুধা বিশেষরূপে গ্রহণ কর।

৯০। দয়াময় নাম প্রচার করাই এক বিশেষ সংকীর্ত্তন। দয়াময়ের যোগে স্ত্রী জাতির হিত ও পুরুষ জাতির হিত সঙ্গযোগে প্রকাশ করা আর এক প্রকার বিশেষ সংকীর্ত্তন। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান সংকীর্ত্তন মাতৃস্তন্য পান এবং গৃহ পত্নীর সুখ আস্বাদন ও গৃহ পতির সেবা। এই সংকীর্ত্তনে যাহার মন বিশেষ ভাবে আছে তাহার আর ভব যন্ত্রণা নাই। যদিও আপাততঃ কিছু যন্ত্রণা দেখা যায় তাহাও শীঘ্রই চলিয়া যাইবে বা কষ্ট আর থাকিতে পারে না।

৯১। তোমাদের গৃহই মুখ্য, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সংসার পরিত্যাগের অর্থ এই যে– যত প্রকার সংসারের জন্য আয়োজন আবশ্যক তাহার কিছুই নিজে না করিয়া; অভাবের জন্য না করিয়া কেবল নামের কুশল গৃহিনীর ও গৃহপতির করাই বিশেষ কর্ত্তব্য।

৯২। কিসে মন শান্ত হবে ভেবে ভেবে অস্থির, কিন্তু সকল সময় মনে থাকে না যে দয়াময় শান্তি দাতা আর কেহ নাহি যে বিপদ-ভয় বাধে। মনের আশা পূর্ণ করিবার জন্য শান্তি সাধন আবশ্যক।

৯৩। কে আর করিবে কার্য্য সাধন দয়াময়ের নাম ব্যতীত। আপদ ভঞ্জন দয়াময় নাম সকলের পরিত্রাণ দিবার নিমিত্ত সংসারে আসিল। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহাম্মাদুর রাসূলুল্লা" এই কলমা দয়াময় নামের মধ্যে মিশিল। এই দয়াময় নাম ভুবন বিজয়ী পতাকারূপে জগতের শিরে শোভা বিস্তার করিল। এই নাম ভিন্ন সংসারে আর গতি নাই।

৯৪। কেহ কাহারো না, একথা আমরা বলিতে পারিনা। কেননা সকলেই এক মূল হইতে জগতে আসিয়াছে এবং চিরকাল একই ভাবে জগতে বিদ্যমান থাকিবে। এজন্য বলি তোমরা আর বন্ধু বিয়োগ ভাব মনে করিওনা। তাহাতে আপদ আছে।

৯৫। বিষয় বাসনা হৃদয়ে দয়াময় দিয়া সকলকে পূর্ণ কাম করিবার বিশেষ সুযোগ দিয়াছেন। তোমরা বিষয় বাসনা ছেড়ে দিয়ে কি করিবে। সকল অলঙ্কার পৃথকভাবে শরীরের গঠন মধ্যে কার্য্য করে। শরীর ব্যতীত অলঙ্কারের কোন কার্য্য নাই। সেইরূপ সংসার আমাদের মূলধন; তা না থাকিলে আর কি প্রয়োজন আমাদের জীবন ধারণে। হৃদয় সংসারের মধ্যে নির্ভর করিয়া আছে। সংসার ভিন্ন হৃদয়ের কোন আবশ্যকতা নাই। আমাদের সংসারই কার্য্য, সংসারই রাজ্য; কেবল দয়াময়ের অনুগামী হওয়া চাই এই মাত্র।

৯৬। যম যন্ত্রণা নিবারণ করিয়া দয়াময় আজ পূর্ণ কান্তি প্রকাশ করিলেন। হৃদয় কন্দরে আনন্দময় বিরাজ করিয়া সকলের মনের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। এতকালের পর শুভদিন উদয় হইল। জগতে আর কোন্দল নাই। জগতে আর ভালবাসার অভাব নাই। জগতে আর যম যন্ত্রণা নাই। জগতে আর হৃদয়ে কষ্ট নাই। বিনাশোন্মুখ মানুষ আজ দেবতা পদ বাচ্য হইল। এখন আসিল ভব কর্ণধার দয়াময়

আর শুভ কর্ম্মের বিলম্ব হইবে না। ব্যাকুলতা যাহা আছে সকলই কেবল মনের যোগ শেষ হইবার জন্য। রোগ শোক পর্য্যন্ত তাহারই কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

৯৭। মিছা বিবাদে আর কাজ নাই, বল সকলে মিলিয়া দয়াময়ের চরণে শরণাপন্ন হই। বিষয় বাসনা অরিদমন প্রভৃতি যাহা কিছু মনেতে কার্য্য করিতেছে তাহা সকলেই অনর্থের মূল। কেবল এক দয়াময় নাম সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে এক কর্ত্তব্য। যত ন্যায়বান মনুষ্য সংসারে আছে সকলেই মাতৃস্তন্য পান করার কথা সর্ব্বদা মনে আনে। এজন্য মাতৃক্রোড় বড় প্রধান স্থান। এ স্থানে যে একবার ভাল করিয়া বসিতে পারিয়াছে তাহার জীবন ধন্য হইয়াছে।

৯৮। যত মনের মলিনতা আছে সকলই কেবল পৃথক ভাব মনে থাকাতে আছে। যদি সকলেই আমরা 'এক' এটি মনে ধারণা থাকিত তবে আর এত জঞ্জাল আসিতে পারিত না। মনের বিবাদ চূর্ণ না হইলে কেহ অকপটে সাধন সিদ্ধ করিতে পারে না।

৯৯। মন আমাদের কি চায় তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। যদি চায় ধন রত্ন তবে আয়োজন উদ্যোগ করিবার জন্য সেই দিকেই গমন কর। আর যদি মন চায় সমুদয় আশার সমাপ্তি যাহার মধ্যে- তাঁহাকে, তবে উপাসনাতে বস। মনের সঙ্কল্প স্থির না হইলে উপাসনার ফল পাওয়া যাইতে পারেনা এই এক বিশেষ অন্তরায় আছে। তোমরা কেবল ঈশ্বরকে চাও, ধনরত্ন চাহিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সর্ব্ব ভাণ্ডার, তাঁহার মধ্যেই সকল পাইবে।

১০০। অন্য সকল বিষয়ে চিন্তা দূর করিয়া দিয়া কেবল ঈশ্বর দর্শনের জন্য বিশেষ ভাবে মনকে হৃদয়ের মধ্যে রাখ। দয়াময় অবশ্যই দয়া করিবেন।

১০১। যদি মনে কর আমরা দয়াময়ের পূর্ণ ভাব পাই নাই; কিন্তু দয়াময়ের নাম পূর্ণ। এই নাম যখন আমাদের হৃদয়স্থ আছে, তখন আমরা দয়াময়কেই লাভ করিয়াছি। কেননা নামেতে তাহাতে অভেদ। এই নাম কণ্ঠস্থ করিয়া হৃদয়ে পূর্ণ প্রেমের আদর্শ স্থাপন কর, পূর্ণ ভাব লাভ করিবে তাহাতে সংশয় নাই।

১০২। তোমরা মৃত দেহ লইয়া আর থাকিও না। কার্য্য কর্ম্মের ভাব বিশেষরূপে যে শরীরে নাই সেই শরীরই মৃত শরীর। তোমরা মনে অন্য কথা আনিওনা, কেবল দয়াময়ের নামে শরীর মনকে ভাসাইয়া দাও।

১০৩। আমরা দয়াময়কে ডাকি একথা অগ্রাহ্য, কেননা দয়াময় যখন আমাদিগকে ডাকিতে অবকাশ দেন কেবল তখনই আমরা ডাকিতে পারি। আমরা কি করি জানি না কেবলই দয়াময়ের ইচ্ছার অনুগামী হইয়া কার্য্য করি।

১০৪। জগত মাতা দয়াময়ী নানা প্রকার সুন্দর সামগ্রী শরীরের মধ্যে দেখাইলেন এবং বলিলেন এই সকল বস্তু তোমার ঘরে আছে। যাহাতেই তোমার বিশেষ মঙ্গল কার্য্য সাধিত হইবে। সাকার মূর্ত্তি পূজার বিধি যাহা হিন্দু শাস্ত্রে আছে তাহা লক্ষ্য কর। প্রথমতঃ জন্মিয়া মাতার মুখপানে তাকাইলে যেন এই প্রেমময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিত। বয়স হইলে সমকক্ষ সমপাঠী সমবয়সীদের সঙ্গে যে প্রণয় এবং

একের সহায়তা অন্যের দ্বারা হয় তাহাও সাকার মূর্ত্তির পূজা। তৎপর অধ্যাপক, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়গণকে মনের মধ্যে আনিয়া তাহাদের প্রতি যে ভক্তি প্রেম তাহাও সাকার উপাসনা। তারপর শান্ত প্রেম উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুর উপদেশ লাভ করার পর গুরু পূজা ঈশ্বরের বিশেষ সাকার মূর্ত্তির পূজা মানুষ মনে করিয়া থাকে। বিবাহের পর স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম তাহা সকল প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে, গুরুতা ইহার আছে বলিয়া বোধ করে না। আজ দয়াময়ী ইঙ্গিতে যাহা দেখাইলেন এতে সাকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করার কোন আবশ্যকতা নাই। ঈশ্বর নিজ হস্তে যাহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন তাহা হইতে অচেতন জড় কোন মূর্ত্তিকে কখনও শ্রেষ্ঠ মনে করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ মৃত্তিকার কোন মূর্তিকে ভ্রম না হইলে কেহ কখনই প্রেমে আলিঙ্গন করিতে পারে না। কেননা তাহাতে শারীরিক প্রেম উদয় হয় না। গৃহে সর্ব্ব কার্য্যের ভার লইয়া যিনি আছেন তাহার প্রতি শারীরিক, মানসিক উভয় প্রকার প্রেমই উদয় হয়। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য প্রকার থাকিত তবে এই মূর্ত্তিতে এত অধিক প্রেম কখনই তিনি ভরিয়া রাখিতেন না। আবার দেখ তিনি মানুষ রূপে সংসারে অবতীর্ণ। যত মানুষ সবই তাঁহার স্বরূপ। তবে কেন আর বিলম্ব কর, গৃহের দিকে দৃষ্টি কর, সম্ভাষণ কর, মঙ্গল রাজ্যে যোগদান কর। সেই মুখের ছবিতে দয়াময়কে দেখিতে পাইবে। ইহা হইতে ঈশ্বরের আর অধিক কোন সাকার মূর্ত্তি নাই। – গৃহে সাকার, অন্তরে নিরাকার।

১০৫। দয়াময় স্বভাবের মধ্যে কৌশল করিয়া পরিত্রাণপ্রদ কার্য্য ও ভাব নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। তোমরা যদি আপন স্বভাবকে জানিয়া বিশেষভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও তবে মনের বিকার দূর হইয়া সকল বিষয়ে তোমাদের বিশেষ সুবিধা হইবে। স্বভাবকে কোন কালে আর

সন্দেহ করিও না। এই স্বভাবই তোমাদের চালক। সাংসারিক যত উদ্বেগ আছে সকলই স্বভাবের অপচয়ে হইয়া থাকে। আমি তোমাদের জননী হইয়া এই কথা বলিতেছি। কেননা তোমাদের গৃহের মধ্যে আমার আবির্ভাব পূর্ণ না হইলে মনের শান্তি হইবেনা। দয়াময় বলিলেন তোমাদের মাতা যাহা বলিতেছেন তাহাই তোমরা ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণ কর। এই মায়াময় জগতে মায়ার অনুগত হওয়াই পরম কার্য্য। মায়ার আনুগত্য ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। অমায়িক অর্থাৎ মায়ার মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ভাব কেবল মুখের কথা, কার্য্যে হইতে পারে না।

১০৬। সাকল্য যোগে আর এক লীলা উপস্থিত হইল। যমদূত সকল যম সমভিব্যাহারে দয়াময়ের সমীপে প্রার্থনা করিল। আমাদের অধিকার এই জগতে আর থাকিবেনা, এই তোমার ইচ্ছা জানিয়া চরনোপান্তে আসিলাম। দয়াময় বলিলেন তোমাদের পূর্ব্ববৎ অধিকারে আর আবশ্যক নাই। তোমরা এখন মানুষের মনে যন্ত্রণা দান কর যেন তাহারা এই যন্ত্রণা পাইয়া মৃত্যু তুচ্ছ মনে করে এবং তাহাদের যোগ শেষ হইয়া দয়াময় নাম লাভ করে।

১০৭। দয়াময় নামে আজ একবার নিত্য সুখ অবলম্বন কর। এই নিত্য সুখ হৃদয় মধ্যে চিন্তা রহিত ভাব।

১০৮। কেহ কাহারো কার্য্য করেনা, সকলেই আপন আপন কার্য্য করে; ইহার দ্বারাই অন্যের মঙ্গল হয়।

১০৯। তুমি শান্তি অশান্তি উভয়ের কারণ। তুমি জননী-রমণী, কন্যা-পুত্র, পিতা-মাতা সকল ভাবেই সংসারে আছ।

তোমার ভাব বড় বিশেষ ভাব। আমরা বুঝিতে পারিনা বলিয়াই সকল সময় তোমাকে ভালবাসিনা। বিধি বিষ্ণু শিব এই তিন গুন তোমার, সাম্প্রদায়িকতা তোমার, অসাম্প্রদায়িকতা তোমার; কি আর আছে সংসারে তোমাতে যাহাতে লক্ষ্য না করে।

১১০। কি প্রেম দয়াময় নামের মধ্যে, সাধুগণ অতি সরল মনে এই নামকে তাহাদের মূলমন্ত্র করিয়া জপ করিতেছে। আমরা এই নাম পরমার্থ সাধন মনে করিয়া কৃত সংকল্প হইব যে, এই নাম ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় অন্বেষণ করার আবশ্যকতা নাই ও করিব না। যত অভাব মোচনের উপায় এ জগতে আছে সকল উপায় এই নামেতে আসিল। সকল প্রতিকার আজ দয়াময় নামে প্রবেশ করিল।

১১১। মাতার হৃদয়ে প্রেম শূন্য ভাব সন্তানের বড় মন্দযোগ। সংজ্ঞাশূন্য লোক সকল বুঝে না মাতার হৃদয়ে কি ধন আছে। মনের সম্বল মাতার প্রেম পিতার কার্য্য এই দুই একত্র না হইলে সন্তানের মন্দ দূর হইতে পারে না।

১১২। মাতার হৃদয় কুশলে পূর্ণ, বিষয় ছাড়া না হইলে কাহারও বুঝিতে সাধ্য হইবে না। আজ বিষয় অবিষয় এক করিব। আমি করিতেছি তুমি করিতেছ এই কথা আর মনে করিব না। তবে বিষয় জড়িত কার্য্য থাকিবেনা।

১১৩। গুরুরূপী দয়াময় স্বয়ং কর্ণমূলে সাধনের সার তত্ত্ব জানাইবে এই দয়াময়ের বাণী। গুরু পাদপদ্মে মন মজরে। গুরুতা মানুষের মধ্য হইতে দয়াময়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। আংশিক গুরুতা শেষ হইল।

১১৪। জগত প্রতি মুহূর্তেই উন্নতি লাভ করিতেছে। এক দিনের পর আর একদিন উত্তম- এই জন্যই এই কথা বলা যায়। ইহা সাধারণ কথা হইলেও মনে উৎসাহ বর্দ্ধক বলিয়া একথা হৃদয়ে প্রকাশ করা আবশ্যক। আমি বলিতেছি তোমরা নিরাশ হইওনা। আমি দয়াময় নামে তোমাদের উন্নতি সাধন করিব– এই দয়াময়ের বাণী।

১১৫। দয়াময়, দয়াময়, দয়াময় এই নাম সাধন কর। পূর্ণভাব লাভ করিয়া স্বর্গ সাধন জীবন মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। মনোরঙ্গে জীবন অর্পণ কর দয়াময়ের হস্তে। তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা করিবেন। আর চিন্তা করিও না।

১১৬। বিপ্রগণ তোমাকে পূর্বে আদর্শরূপে যজ্ঞরূপী হরি বলিয়া সাক্ষাৎ করিতেন। এখন আমরা পিতা মাতা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী পরিবার সকল পরিচিত প্রেমের লোক ভাবিয়া তোমাকে সম্মুখে রাখিব। আমাদের মনের এই নূতন কামনা তুমি সিদ্ধ কর। জঞ্জাল দূর কর, হরি আর যেন কলঙ্কে পড়িতে না হয়।

১১৭। সংসার বাসনা থাকিতে কেহ সাধন করেনা ও করিতে পারেনা। যে বাসনা সংসার মাত্র চায় তাহাই অশুদ্ধ বাসনা। এই বাসনা সাধন সিদ্ধির বাধক। সংসার সার করিয়া যাহারা বসিয়াছে তাহাদের সাধন ভজন কষ্ট সাধ্য। 'মুখে দয়াময় বল ভাই, সুদিন আসিল চিন্তা নাই'- এই কীর্ত্তনটী অতি সুন্দর রূপে দয়াময়ের সাধন হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়। সকলেই পাবে তোমার চরণ তোমার কৃপাতে।

১১৮। মাতৃস্তন্য পান, উদর ক্রিমি রোগে মানুষ যে কষ্ট পাইতেছে তাহার বিশেষ ঔষধি। এই স্তন্য যাহার হৃদয়ে কার্য্য করিতেছে তাহারই চরিত্রগত দোষ সংশোধিত হইয়া মহাসুখের ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে

এই কথা দয়াময় বলিতেছেন। বিবাহ যোগ মানুষ মানুষের সাথে যে চির সম্বন্ধ করিয়াছিল তাহা ভগ্ন প্রায় হইল। একজন আর একজনকে বলিতেছে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে। দয়াময়ের সাক্ষাতে এই কথা উপস্থিত হইল। দয়াময় বলিলেন তোমাদের বিবাহ চিরকালের জন্য ছিলনা। রোগ, শোক, মৃত্যু সংসারে রাজত্ব করিবার জন্য এইরূপ বিবাহ হইয়াছিল। যদি চিরমিলন যোগের লোক একত্র হইত তবে সংসারে রোগাদি আসিতে পারিত না। এখন সময় হইয়াছে তোমরা পৃথক হইবে। খেদের প্রয়োজন নাই। যে যাহার সম্পত্তি সে তাহার ঘরে যাইবে। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যোগ শেষ অর্থাৎ অন্ধকার রূপ জগতের মন্দ যোগ শেষ করিয়া প্রকাশ যোগ আনিতে হইবে। এই নিমিত্ত অগ্রে এই বিশৃঙ্খলা ভাব হইয়াছিল। তোমরা আপন আপন প্রেমের লোক লাভ করিতে পারিবে। দয়াময়ের নাম লইয়া শরণাপন্ন হও। দয়াময়ের এই বাণী শুনিয়া জগতের লোক বলিতে লাগিল, যদি আমরা রোগ শোক মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভ করি, তবে আমাদের প্রতি তুমি যাহা আজ্ঞা কর, তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইব।

১১৯। সম্পদ বিপদের মধ্যে আছে। বিপদ শেষ না হইলে সম্পদের ভাব দেখা যাইতে পারেনা।

১২০। মনের মলিনতাই নিরাশার মূল। নিদয় সদয় উভয় ভাবে দয়াময়। মন কেবল সুখের ইচ্ছাতে জড়িত; দুঃখ আসিবা মাত্র একবারে পাগল হইয়া উঠে। কেবলই সুখের ভাব এ সংসারে পূর্ণ যোগ লাভ করিতে পারে না। দুঃখ সুখের ভিত্তি ভূমি। দুঃখ যদি না চাও তবে সুখ ও বুঝিতে পারিবেনা। অন্ধকার না থাকিলে আলোক কি বুঝিতে পারা যায় না।

১২১। কে কোথায় পাবে হৃদয়ের সার ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত। মা সময়মত সন্তানের বাৎসল্য করেন কিন্তু পিতার কোলে মাতার আবির্ভাব না হইলে সন্তানের বাৎসল্য থাকেনা। পিতা মাতার প্রেমের ধন সন্তান। উভয়ের প্রেম শিথিলভাব হইলে সন্তানের অমঙ্গল হয়।

১২২। বাস্তবিক কেবল আপদ বিপদ দূর করা দয়াময়ের উপাসনার লক্ষ্য নহে। লক্ষ্য এই যে আমরা হৃদয় মন জুড়াইব, মানসিক শান্তি লাভ করিয়া আমরা যাহা তাহা হইব। আমরা পূর্ণ মানুষ হইব এই আশাতেই উপাসনাতে নিযুক্ত হই। কিন্তু বুঝিতে হইবে উপাসনা আমাদের শরীর ও মনকে সিদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সংসার বাসনা ও সকল অভাব পূর্ণ করিবে। মাকড়ের জালে বদ্ধ হয়ে রয়েছ; কিছুই বুঝিতে পারনা। বুঝিবার আবশ্যক নাই। কেবল দয়াময়ের উপর নির্ভর কর।

১২৩। শুনরে মানব! সদয় নিদয় দুই ভাব বুঝিলে মন তাহার মধ্যে নাই। তোমাদের গোঁসাই দয়াময় তোমাদের নিকটে আছেন। আমি দয়াময় নামে জগতে অদ্যই অবতীর্ণ ভার লইলাম। তোমরা যাহা সম্মুখে পাইয়াছ, তাহা দৃঢ় করিয়া ধর। আর কোন সন্ধান শ্রেষ্ঠ সাধনের জন্য জগতে বিদ্যমান নাই।

এই ব্রহ্মমন্দির জগতের নাভিস্থল। এই স্থানে তোমাদের দয়াময় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখানেই তাঁহার সিংহাসন। আচার্য্য তাঁহার হৃদয় মন লাভ করিয়াছেন।

১২৪। সাধন পূর্ণ হয় না বলিয়া কার্য্য ভাল হয় না এ কথা দয়াময় আজ বলিলেন। কি হে দয়ার সাগর দয়াময় তুমি হরি নামে সাধন পূর্ণ করিবে এই কথা যোগীগণ বলিয়াছিলেন। অদ্য পর্য্যন্ত পূর্ণ ভাব তো দেখিতে পাইলাম না।

তবে কি পূর্ণ করিবে না? দয়াময় বলিলেন শুন হে সাধক তোমরা আর এ বিষয়ে অবিশ্বাস করিও না। সিদ্ধযোগ উপস্থিত হইলে সকলেই পূর্ণ। এখন মাত্র একটি অপূর্ণতার আবরণ রহিয়াছে। এই আবরণ ভেদ কর। এতকাল গৌণ করিলাম কেননা অন্ধকার ও আলোক সকলই আমার কার্য্য করিতেছে। অন্ধকারের যোগ অগ্রে শেষ না করিয়া আলোকের কার্য্য করিতে পারি না। তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া দয়াময় নাম (যাহার মধ্যে হরি নাম প্রভৃতি যত নাম প্রকাশিত হইয়াছে) সকলই মিশিয়া গেল। ইহা স্মরণে মননে রাখ। সাধন পূর্ণ হইবে।

১২৫। বহুলোক প্রেমের ছবি লাভ করিবার নিমিত্ত দয়াময়ের নিকটে নালিশ করিল। দয়াময় বলিলেন তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত প্রথমতঃ অপ্রেমই আবশ্যক। অপ্রেম না হইলে প্রেম হইতে পারে না। দয়াময় তোমাদিগকে সম্পদ বিপদ উভয়ের মধ্যে রাখিয়াছেন। তোমরা সম্পদ পাইতে চাও কিন্তু বিপদ তোমাদের অসময়ে কাণ্ডারীর কার্য্য করিতেছে। বিপদ সম্পদ অতি সহজে মিলিত হইয়া যাইবে। তোমাদিগকে এই উপদেশ দিলাম তোমরা বিপদকে আপনার বলিয়া গ্রহন করিতে শিক্ষা কর।

১২৬। তোমরা সকলে গৃহ কার্য্য করিয়া অবকাশ পাওনা বলিয়া তোমাদের প্রতি অধিক পরিমাণে সাধন ভজনের কাজ দেওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ তোমরা কোমল ভাব সম্পন্না; তোমাদের শরীর ও মন কঠিনতা সহ্য করিতে পারে না। এই নিমিত্তে তোমাদিগকে সহজ সাধনে পার পাইবার উপায় করিয়া রাখিয়াছি, তোমরা এখন স্বামী পুত্রের সেবা কর। কোন বিপদ আপদ তোমাদের নিকট আসিলে দয়াময়কে স্মরণ করিও। সকল আপদ দূর হইয়া যাইবে।

এই বলে নারীগণকে বিদায় করিলেন।

শুনহে জগদ্বাসীগণ, সকলে সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সংসার সাধ্য কার্য্য দয়াময়ের হস্তে অর্পণ কর। যাহারা দয়াময়ের মনের যোগ লাভ করিয়াছে তাহারা আর ভিক্ষা করিবেনা। তাহারা আর সংসারের কার্য্যও করিবেনা কেবল নাম লইয়া থাকিবে, আর তাহাদের সংসার নির্ব্বাহের কার্য্য দয়াময় করিবেন।

১২৭। বিষয় বাসনা ছেড়ে দাও এই উপদেশ সর্ব্বদাই আছে। বিষয় পরিত্যাগের ভাব এই যে, সকল সংসারের কার্য্য অপেক্ষা দয়াময়ের চরণে বিশেষ সুখের ভাব মনে রাখা। যদি ইহা করিতে পার তবেই বিষয় পরিত্যাগ করা হইল।

১২৮। মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। যে এই কথার উপর নির্ভর করিয়া জীবন রাখিয়াছেন তাহার আর কখনই চিন্তা করিতে হইবে না।

১২৯। বিলাস ভবনে নৃত্য আর তপোবন বেদাধ্যয়ন সকলই এক কথা তাহার কাছে, যাহার মন সমস্বরে কোকিল কাকে আদর করে।

১৩০। এই দয়াময় নাম সাধনের সার। পতিত পাবন দয়াময় হৃদয় মন তোমার গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন। তোমার প্রয়োজন সমীপস্থ হওয়া। যদি সমীপস্থ হইয়া থাকিতে পার তবে তোমার কোন প্রকার অভাব বোধ থাকিবে না। আমি বলি তুমি সময় সাধন কর, দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। "সর্ব্ব সময়ে নামের যোগ হৃদয়ে রাখা" ইহারই নাম সময় সাধন।

১৩১। কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াও সাধন সিদ্ধির বাধা বিঘ্ন দূর করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ও নির্ভিক হৃদয়ে সর্ব্বপরিত্যাগ করিয়া হইলেও সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে এই কথা বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক।

১৩২। মিশর দেশে এক প্রকার অতি প্রবীন ও পুরাতন মসজিদ আছে। যাহাকে পিরামিড বলে। এই মসজিদ জগদ্বিখ্যাত। ইহার প্রাচীন অবস্থা হইলেও এখনও কিছু কিছু নূতনত্ব তাহার মধ্যে দৃষ্ট হয়। জগতে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে সকলেরই এইরূপ অবস্থা। মিশর দেশীয় মসজিদ স্বরূপ জগতের সকল ধর্ম্ম আজ একযোগ লাভ করিয়া কিছু কিছু নূতন ভাব ধারণ করিল। চমৎকার সেবাযোগ এখন উপস্থিত হইল। সেবা দয়াময়ের চরণ সেবা। কিন্তু এই চরণ সেবা নানা প্রকারে হইয়া থাকে। মনের তৃপ্তি যাহাতে হয় তাহাই দয়াময়ের সেবা। এই সেবা তোমরা আজ মনে রাখ। যেরূপে যখন মনের তৃপ্তি সাধিত হইল তখনই দয়াময়ের সেবা হইল। যদি এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে পার তবে আর পাপ যন্ত্রণায় ক্লেশ পাইতে হইবে না। তোমরা দেখ সাধন পূর্ণ হওয়ার জন্য দয়াময় দয়া করিয়া এই সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন।

১৩৩। সংসার বন্ধন ছিন্ন হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যেক সংসারের ভাবে কার্য্যে দয়াময়ের শরণ মনন সিদ্ধ হইবার বিশেষ উপায় হইলেই কার্য্য প্রতুল হইল। যে জন্য এই পৃথিবীতে আজও কেহ মুক্তি পদ লাভ করে নাই, বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগের অভাবই তাহার কারণ। আমি বলিতেছি তোমরা সকলে আজীবন যাহা করিয়াছ তাহা সকলই পূজা কিন্তু মনের ভাবে পূজা কর নাই।

মনের ভাব যখন পূজা করিবার জন্য উদয় হইয়াছে তখনই কেবল পূজা করিতেছি বুঝিয়াছ। তোমাদের কার্য্য কৰ্ম্ম যত ইতি সংসারে আছে সকলই পূর্ণ ব্যাপার এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখ। কখনই কুণ্ঠিত হইওনা যে আমি পূজা করিতে পারিলাম না। আমার বৃথা কাজে দিন গেল। পূজার সময় জগত আহুত না হইলে দয়াময়ের পূর্ণ অবয়ব স্মরণ করা হয় না। সূর্য্য, যম, কাল প্রভৃতি আহ্বান সূচক বাক্য যাহা ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন তাহার সারমর্ম জগতকে আহ্বান করা। আজ এই জগত আকাশ-ভূমি, জল-স্থল সকল সহিত অন্ধকার আলোক যোগে উপস্থিত হইল। এ কথা পূজা আরম্ভের পূর্বে মনে করিতে হইবে। প্রেম, অপ্রেম, প্রেমের বস্তু, অপ্রেমের বস্তু সকলই আমাদের প্রয়োজনীয়। ঘৃণিত বস্তুকেও পূজার সময় ছাড়িলে পূজা হইবে না। সকল বস্তু অমৃত গরল আমাদের হৃদয়ের বস্তু বলিয়া নির্ব্বিশেষে মনে করিতে হইবে। যার সমকক্ষ সাধনা– তুমি আমার আমি তোমার এই কথা স্থির বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে মানিতে হইবে।

১৩৪। আংশিক যোগে দেবগণ পৃথক পৃথক কিন্তু জগতের কার্য্যে একযোগ ব্যতীত পূর্ণাবয়ব হইতে পারে না বলিয়া ঈশ্বর আদেশে আপন আপন তেজ দ্বারা একত্রিত ভাবে কালিকা চণ্ডী বিষয়ক্ষেত্রে চিন্তামনি নামে বিখ্যাতা জগজ্জননী রূপিনী আবির্ভূতা হইলেন। কোমলাঙ্গী হইয়াও কাঠিন্য অবলম্বন পূর্ব্বক দৈত্যগণের নিধন সাধন করিলেন। ইহাকে পূজা করিলে জগতকে পূজা করা হয় ও তাহা ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া ঋষিগণ এই পূজার প্রথা প্রচলিত করেন। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগ ইহার অন্তর্ভূক্ত আছে। সংক্ষেপতঃ জগত একত্রিত হইয়া বিশেষ শক্তি প্রকাশ করিল। অসংসারী হইয়া সংসার লাভ করিবে। এই ঈশ্বর ইচ্ছা, যাহা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।

এই কালীকাচণ্ডীর আদর্শ অতি চমৎকার ও বড় প্রবোধজনক। স্ত্রীরূপকে সম্মান করিল হর পদতলে পড়িয়া। কালীকা চণ্ডীর ন্যায় অনেক স্ত্রী সংসারে আছে যাহাদিগকে লোকে অবহেলা ও মন্দ বলে। কিন্তু এই কালীকাচণ্ডীর ভাবকে সম্মান করা হয় স্ত্রীরূপ মাত্রেতেই সম্মানের ভাব থাকিলে। এই সম্মান না থাকিলে মানুষের বড় বিপদ। দয়াময়ের কার্যার্থে বহুলোকের প্রস্তুতি আবশ্যক। যাহারা অগ্রগামী তাহারা পশ্চাদবর্ত্তী লোকদিগকে সম্মুখে যাহা আছে তাহার সংবাদ দিতে বাধ্য। এই নিমিত্তে তোমরা যখন জানিলে একতা হইবে, এক পথে লোক গমন করিবে তখন অন্য ভ্রাতা ভগিনীদিগকে তোমরা অবশ্যই বলিতে বাধ্য আছ যখন বলিবে তখন একবারে তাহাদের আংশিক ভাব দূর করিয়া পূর্ণভাব দিতে পারিবে না। স্তুপে স্তুপে অল্পে অল্পে মনের যোগ শেষ করিতে হইবে।

১৩৫। তোমরা জগতে সর্বত্রই আংশিক গুরু ভিন্ন পূর্ণ গুরু পাইবে না। যেমন বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ সকল ভাব সকল প্রেম একযোগে আনিতে হয় তেমনি গুরুরূপী ঈশ্বরও নানাভাবে বিভক্ত হইয়া আছে। জগত একযোগে তাহার তুল্য পরিমাণ হইতে পারে তাহা না হইলে স্বয়ং ঈশ্বর ব্যতীত আর গুরু সম্ভব নাই। একটি সংবাদ আমি পাইয়াছি, সিদ্ধযোগ পূর্ণভাবে লাভ করিয়া জগতের প্রেম একত্রিত করিবার নিমিত্তে ঈশ্বর দয়াময়রূপে এই ধরাতলে (আর ১৪ বৎসর বাকী আছে) বিশেষরূপে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি সকলের গুরুতা করিবেন। গুরুতার অভাব তাহা হইতেই মোচন হইবে এই ঈশ্বরের ইচ্ছা। দয়াময় নাম লইয়া বসিয়া থাক গুরুরূপী ঈশ্বরকে আধ্যাত্মিকভাবে শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। বি:দ্রঃ ১২-০৬-১২৯১ বাংলা সনের উপাসনা।

১৩৬। অগ্রে মাতৃপ্রেম পশ্চাৎ পিতার প্রেম এই নিমিত্তে মা মা বলে শিশু কাঁদে। মন বড় তৃপ্ত হলনা, মন বড় সরস হলনা একথা আর বলিও না। কেননা তোমাদের মন তোমাদের নয়, কোমলতা কঠিনতা যাহা কিছু আইসে তাহাই তোমার শিরোধার্য্য। বিধাতার ইচ্ছাতে তোমার জন্য যখন যাহা বিধান আবশ্যক তাহাই আসিতেছে। তুমি অম্লান বদনে তাহা গ্রহন কর।

১৩৭। মনে মুখে এক করিয়া দয়াময়কে স্মরণ করিতে হইবে।

১৩৮। মাতার রূপ লাবণ্য সহিষ্ণুতার মধ্যে আছে। আমরা আজ এই সহিষ্ণুতা গ্রহন করিয়া নিজ নিজ বিষয়ে পরম কার্য্য করিতে থাকিব তবেই আমাদেরও ভাল হইবে। মনের অনুরাগে আপন পতি পত্নীকে ভালবাসিতে না পারিলে সর্ব্বকার্য্যে বিঘ্ন ঘটে। যদি তোমরা চাও যে আমরা বিশেষভাবে কার্য্য করিব, আর গৃহে বিবাদ করিব না তবে তোমাদের আর ভাবনা চিন্তা থাকিবে না। দয়াময় স্বয়ং সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া আমাদের হিতের কার্য্য করিতেছেন।

১৩৯। তোমরা যদি চাও দয়াময়কে তবে আপন গৃহে শান্তি লাভের উপায় কর।

১৪০। তোমরা রাত্রি দিবা সংসার সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া দয়াময়ের নাম পূর্ণভাবে লইতে পার না, একথা মনে রাখা নিতান্ত অনুচিত। সংসার বন্ধন ছিন্ন হইলেই নাম লইতে কোন বাধা থাকিবেনা। বন্ধনই নামের বাধক, সংসার বাধা দেয় না। বন্ধনের ভাব আজ অবধি দূর কর।

১৪১। বিকার লাঞ্ছনা দশা সুদশা না হলেও বড় মঙ্গল পশ্চাতে আনয়ন করে। মানুষ হইতে সৃষ্টির মধ্যে এমন নয়ন শোভা আর কিছুই নাই। যদি ইহাতে তোমাদের বিরক্তি হয় তবে আজও সাধন আরম্ভ হয় নাই একথা হৃদয়ে বুঝিও। দেখ দেখ হৃদয়ে দেখ আমি আছি তুমি আছ আর দয়াময় আছে এই ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জগতকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ইহা যে ব্যক্তি ভাল করিয়া বুঝিল, তাহারই সাধন আরম্ভ হইল।

১৪২। কি শরীর কি মন সকলই দয়াময়ের অঙ্গ। আমাদের শরীর মন অবিনশ্বর পদার্থ। দীনবন্ধু তোমার রাজ্যে চমৎকার এই নশ্বর দেহ অবিনশ্বর এই কথা বলিলে।

১৪৩। সংসার আজ অসার এই কথা মনে করিবে না সেই সকল লোক যাহারা জ্ঞানেতে পরিপক্ক হইয়াছে। তোমরা সকলে মিলিয়া এই কার্য্য কর যে, সংসার আমরা ছাড়িব না; কেবল দয়াময়ের সেবাই ইহার মধ্যে করিব। আর আমরা আমাদের ভাব রাখিব না।

১৪৪। সংসারের আশা মানুষের মন হইতে কখনই দূরে যায় না। ইহার কারণ এই শরীর ধারণই সংসার। শরীর থাকা পর্য্যন্ত সংসার যাইতে পারে না। কোন ক্রমেই সংসারকে পরিত্যাগ করা যায় না। তোমাদের সংসার অসংসারী ভাবে না থাকিলে কোন ক্রমেই জঞ্জালশূন্য হইতে পারিবে না।

১৪৫। মাগো আর মুখের হাসি ছাড়িও না, কত সহিব বিমর্ষতা। কতকটি সন্তান যোগের লোক এই কথা বলিতে বলিতে সিংহাসনের নিকট আসিল। বিদায় দেও দয়াময় আমাদেরে। আমরা আর পোড়া

কপালে এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। দয়াময় বলিলেন তোমাদের জীবন ধন্য হইল। তোমরা ঈশ্বরের ভার বহন করিতেছ। তোমাদের মত আর এমন কার্য্যকারী কে আছে। তোমাদের অসুখ অশান্তি সকল দূরে গেল, আর চিন্তা করিও না, দয়াময়কে স্মরণ কর এই নামে দীক্ষিত হও, ভব জ্বালা দূরে যাবে।

১৪৬। মনের কার্য্য যত সকলই তাঁহার আদেশ। এই আদেশ সাকল্য যোগে আছে। যদি তোমরা গুরু চাও, তবে হরি নাম গ্রহন কর দয়াময়ের সঙ্গে যোগ দিয়া। তবেই দেখিতে পাইবে দয়াময় কোথায়।

১৪৭। চঞ্চল ভাব যাহা হৃদয়ে আছে তাহা দূর কর। মনের সাধন মানস প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠা কর। এই মানস প্রতিমা স্ত্রীরূপ সাধন। এই সাধন যাহারা সিদ্ধ যোগেতে না জানিয়াছে তাহারা সাধন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় নাই। এই মানস প্রতিমা প্রত্যেকেরই আছে।

১৪৮। যদি তোমরা খাটি কথা চাও তবে শুন, কিছু যাইবে না। কেবল ভাবেতে চিন্তাতে সংসার থাকিবে না এই মাত্র। চিন্তাতে না থাকিলে কার্য্যেতেও থাকিবে না এই কথা বলা যায় না। কেননা কার্য্য কর্ম্ম সকলই থাকিবে। আহারীয় পানীয় সকলই প্রয়োজন। তাহার জন্য যাহার চিন্তা আবশ্যক সে চিন্তা করিবে। তোমাদের কেবল শ্রীচরণ চিন্তা।

১৪৯। আজ সকলে মিলিয়া জগতের হিতের জন্য কার্য্য করিব। তাহাতে মান অপমান কষ্ট অকষ্ট ইহার দিকে দৃষ্টি করিব না।

১৫০। দয়াময়ের বাণী এই যে, আমি নিদয় সদয় উভয় ভাবে কার্য্য করিতেছি। আমার নিদয় ভাব কেহ অগ্রে, কেহ পশ্চাতে দেখিতে পাইতেছে ও পাইবে। এই নিদয় ভাব সদয় ভাবের অনুকূল। বিশেষরূপে নিদয়ভাবের কার্য্য উপস্থিত হইয়া মানুষকে মনের কষ্ট দেয়। মনের কষ্টই অধিক পরিমাণে মানুষকে সাধন দেয়। দয়াময় বলিলেন তোমাদের কোন চিন্তা নাই, সম্পদ বিপদ সকলই আমি।

১৫১। মনটি ভালভাবে পূর্ণভাবে দয়াময়ের চরণে অর্পিত হইয়া থাকাই জীবনের সার। প্রার্থনার ফলদাতা আমি কিন্তু তোমাদের মুখে প্রার্থনা না করাইয়া ফল দান করিতে পারি না, এই আমার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। তোমরা এই নিয়মের মধ্যে কার্য্য কর। সর্ব্বদা দয়াময়ের রাজ্যলাভ হওক এই প্রার্থনা কর। তাহা হইলেই তোমাদের প্রয়োজন অর্থাৎ মনের সাধন পূর্ণ হইবে।

১৫২। বৃথা ভয় ভাবনা আর যেন না থাকে। মান সম্ভ্রম অপমান আর যে মনকে ব্যস্ত না করে। আমাদের মন সংসারে যেন তোমাকে ছাড়িয়া না থাকে। কে তোমার কার্য্য করিল না করিল সে জন্য দ্বেষ হিংসা হৃদয়ে রাখিতে দিওনা। ভয় ভীতি আর যেন না থাকে।

১৫৩। দয়াময় বলিলেন তোমরা আমাকে হৃদয়ে গ্রহন কর। তবে সকল শান্তি তোমাদের আসিবে ও আশা পূর্ণ হবে।

১৫৪। দয়াময় বলিলেন তোমাদের জঞ্জাল থাকিবে না। তোমরা সকলে দয়াময়ের শরণাপন্ন হও। নারদ বলিলেন শুন বিধাতা তুমি পুরুষোত্তম, নর নারী সকলে তোমার চরণ পাইল; আমি কেন বঞ্চিত হইতেছি?

দয়াময় বলিলেন তোমার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। তুমি কার্য্য কর প্রেম রাজ্যে তোমার সাধন পূর্ণ সকলের অগ্রে হইবে। এই কথা শুনিয়া ঋষি চলিয়া গেলেন। আর একটি লোক সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন সঙ্গীনিকে তুমি নামের যোগ প্রদান কর। তখন দয়াময় বলিলেন তোমার কার্য্য সফল হল। নারদ মুক্তি পদ পাইলেন।

১৫৫। তোমরা জানিতেছ যে দয়াময় নাম অতি উজ্জ্বলভাবে জগতকে মোহিত করিবে। কেহ আর থাকিতে পারিবেনা। এই কথা মনে ভাল করিয়া বিশ্বাস কর। দয়াময় নামে বড়ই সুমঙ্গল সংসারে হইবে। এজন্য স্থির হও, বাসনা পূর্ণ হইবেই হইবে।

১৫৬। প্রোথিত ধনরাশি যেমন মনকে সর্ব্বদাই আশা দেয় সেই প্রকার তোমার নামও আমাদের দুঃখ ক্লেশের নিবারণ করিবে। এই আশা মনে সততই উদয় করিতেছে। ব্যাকুলতা রহিল না একথা তুমিই বলেছ; কিন্তু কৈ তাতে দেখিনা। দয়াময় বলিলেন উতালা হইও না। মানস প্রতিমা তোমাদের সকল দুঃখ দূর করিবে। এই মানস প্রতিমা মানুষের মধ্যে আছে, আর কোথাও খুঁজিতে হইবে না। আপন মনের মধ্যে দেখ, দয়াময়কে লাভ করিতে পারিবে।

১৫৭। দয়াময় জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত যে কৌশল করিয়াছেন তাহার মধ্যে দুই ব্যক্তির এক যোগই প্রধান। এই দুই ব্যক্তি স্ত্রী ও পুরুষ। পুরুষের হরি স্ত্রী হৃদয়ে, স্ত্রীর হরি পুরুষের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। মন্দ ও ভাল উভয়ই এই প্রেম যোগের ফল। এমন কি ঈশ্বর সাধন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ইহার মধ্যে আছে।

১৫৮। বিষয়-বিরক্তি, রাত্রি-দিবা সংসারাসক্তির মধ্যে আছে। যত সংসার যত আসক্তি তত বিরক্তি। বুঝিল না আদত মানুষ কিসে হবে প্রীতি। দয়াময় নামে মন পাবে সান্ত্বনা, মান অপমান রবে না, ঘুচিবে আন্ধার আর কিছু উপায় নাই।

১৫৯। আমরা রাত্রি দিবা ঈশ্বরীয় কার্য্যকারী সকল ভক্ত সঙ্গে সর্ব্বদা মিলিত থাকিব। যখন নির্জনে বসি তখনও মনে করিব ভক্তগণ নিকটে আছে। যা দেখিতেছি সকলই দয়াময়ের ছবি, যাহা শুনিতেছি তাহা সকলই দয়াময়ের বাণী। রাত্রি দিবা সকল সময় বাণী শ্রবণ করে যাহারা তাহারাই বিশেষ ভক্ত। এই সকল ভক্তগণের পদরেণু স্পর্শ দ্বারা হৃদয় পবিত্র হয়।

১৬০। দয়াময় নামে মন্দযোগ শেষ হইয়া ভাল যোগ আরম্ভ হইল। ইহার প্রমাণ এই, যখন দয়াময় বলিবে তখনই প্রেম মনে আসিবে ও অভাব দূরে যাবে।

১৬১। ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া যেমন পূর্ব্ব পুরুষদিগকে উদ্ধার করিলেন পুরাণে লিখা আছে, সেইরূপ আজ দয়াময় নাম সুধা পানকারী সকল ভক্তমণ্ডলী আপন আপন পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবেন। বংশের প্রদীপ দয়াময় নাম যাচক লোক। এই লোকদিগের শান্তি মঙ্গল চিরস্থায়ী হইবার জন্য দয়াময় বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন।

১৬২। মনরে তুই হরি নামে মাতিয়া দয়াময় নাম গ্রহণ কর একথা নারদ ঋষি বলিলেন। নারদ বিশেষ সাধন মনে করিয়া দয়াময় নাম লইলেন। কেবল একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে বসিয়া বলিলেন তোমরা

দয়াময় নাম এখন লইওনা। আমি তোমাদের রাজা, আমার রাজত্ব শেষ হইয়া যাওক। এই কথা বলিবা মাত্র দয়াল চন্দ্র ঘোষ বলিল, আমি দয়াময়কে জানি, তিনি অবতীর্ণ ধরাধামে এই নিমিত্তে দয়াময় নাম গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণচন্দ্র এই কথাতে রত হইয়া মানুষকে দয়াময় নামের উপদেশ দিতে স্বীকৃত হইলেন। রাজা রামচন্দ্র দয়াময় নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যে ঢোল দিলেন। তাহার রাজ্য অগ্রেই দয়াময়ের মধ্যে আসিল। ইংরেজগণ খৃষ্টধর্ম্মের জ্যোতিঃ পাইয়া দয়াময় নামে মাতিয়াছে। মুসলমানগণ মহম্মদ প্রভৃতির উপদেশে দয়াময় নামে জীবন দান করিয়াছে।

১৬৩। জগতের হিতের নিমিত্ত আমাদিগকে প্রস্তুত কর। তুমি হৃদয়ে অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করিতেছে। তোমার জীবনকে তুমি রক্ষা করিবে যতদূর আবশ্যক। আমাদের তাহা ভাবিয়া কাজ নাই। কেবল এইমাত্র ভাবিব যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই হোক। কলঙ্ক দূর কর।

১৬৪। ২টি কথা সকলের মনে রাখা আবশ্যক এই বাণী প্রকাশ হইয়াছে। একটি কথা এই যে, ঘৃণা যোগ কোন প্রকারেই হৃদয়ে রাখিতে হইবে না এবং উভয় যোগের কন্টক দূর করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। কেহ আর মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে না যাহারা দয়াময় নামে বিশেষ যোগ দিয়া এই ব্রহ্ম মন্দিরকে হৃদয়ে ধারণ করিবে।

১৬৫। সকল প্রয়োজন নামেতেই পূর্ণ হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে নামেতেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এই বিশ্বাস সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

১৬৬। কৈকেয়ী রামকে বনবাস দিল এই কথা জগতের মঙ্গল। কারণ এই রামচন্দ্র রাজত্ব করিলে দুষ্ট দমন হত না। এই নিমিত্ত মঙ্গলের রাজ্য সর্ব্বত্র প্রসারিত।

১৬৭। প্রত্যেক ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে অর্থাৎ যাহারা সহযোগী তাহাদের মধ্যে নিজ আত্মা কার্য্য করিতেছে এইটিও মনে রাখা আবশ্যক। মানুষ সরল হইলে ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে একথাও মনে রাখা আবশ্যক। আমি মনে করিতেছি তোমাদের অশান্তি আছে কিন্তু সে অশান্তি সাধনের জন্যই বটে। কেননা সাধন শেষ হইলে অশান্তি আর থাকিবে না। যদি অশান্তির কারণ আর কিছু আছে বলিয়া মনে কর তবে তাহা মনের ভ্রম মাত্র। আমরা যাহা চাই তাহা কেবল পূর্ণ সাধন লাভ করা মাত্র।

১৬৮। বিষয় বাসনার মধ্যে কেহ যদি বলে দয়াময় নাম তবে তাহার মনের সাধন পূর্ণ হইবেই হইবে– এই দয়াময়ের বাণী।

১৬৯। অগ্রে স্ত্রীগণ কেবল পথ প্রদর্শন করিবে কিন্তু পুরুষগণ কর্ণধার না থাকিলে তাহাদের গমন বৃথা। বিশেষতঃ সংস্কার সাধন স্ত্রীগণ কেবল আরম্ভ করিবে বিশেষ সংস্কার পুরুষেতেই অগ্রে হইবে। ইহার মধ্যে কোন কোন স্ত্রীলোক পুরুষের সমকালীন সংস্কার সাধন পূর্ণ করিবে।

১৭০। লজ্জা ভ্রম দূর করিয়া দয়াময়ের চরণে পড়িয়া থাক। আর কিছু দয়াময় তোমাদের কাছে চায় না। আপদ ভঞ্জন দয়াময় নাম লও হৃদয়ে সর্ব্বদা; দয়াময় সুখ শান্তি দিবেন।

১৭১। মানুষ চঞ্চল মতি হইয়া বেড়াইতে লাগিল। নাম যোগ লাভের কোন পন্থা বিশেষরূপে পাইল না। দয়াময় আসিয়া সকল মানুষকে ডাকিলেন ও বলিলেন, তোমরা দয়াময় নাম গ্রহণ কর; অচিরে পুষ্টি সাধন হইবে।

১৭২। দয়াময় বলেন জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ কে হাঁসে কে কাঁদে। হাঁসা কাঁদা সকলই আমার। আমি যদি হাসি তবে জগৎ হাসে আমি যদি কাঁদি তবে জগৎ কাঁদে। প্রেম মুখের ছবি দেখিলে মনে আনন্দ হয়, অপ্রেমের ছবি দেখিলে তাহা হয় না।

১৭৩। আবির্ভাব তিরোভাব সকলই আমার এই কথা দয়াময় বলিলেন।

১৭৪। রহিম নাম ঈশ্বরের জীবন সাধন পূর্ণ করিবার নাম। এই নাম আজ সর্ব্বধর্ম্মেতে যোগদান করিল।

১৭৫। কর্ম্মযোগ উর্দ্ধে উঠিয়া মস্তকেতে কার্য্য করিবে। মস্তকাস্থিত অমৃতবারি নীচগামী হইয়া নাভিমূলের নীচভাগে জগতকে সুদৃঢ় বন্ধনে আনিবার ব্যাপারকে সাধিষ্ঠান যোগ বলে।

১৭৬। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই ঈশ্বর চিন্তা করিয়াছেন শাস্ত্রেতে জানা যায়। যে ব্যক্তি অন্যের পূজা করে সে কখনই ঈশ্বর হইতে পারে না। ইহাদিগকে ঈশ্বর বলা কেবলই মনের কল্পনা ও মলিনতা মাত্র। কিন্তু সর্ব্বচক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানের চক্ষুতে দেখিতে গেলে জগতকেই ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। এখন মনে কর সকলেই ঈশ্বর যদি জগতকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারে। যাহার মধ্যে জগত দেখিতে পাও তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পার, তাহা না হইলে অপূর্ণ ঈশ্বর।

১৭৭। মৃত্যু সাধন আজ দয়াময় নামে পূর্ণভাবে দূর হইয়া গেল। আর মৃত্যু আসিবে না দয়াময় এই কথা বলিলেন।

১৭৮। সর্ব্ব সময়ে নামের যোগ হৃদয়ে রাখা ইহারই নাম সময় সাধন।

১৭৯। তোমরাও মনের ভাবে ও প্রেমে যাহাকে নাম দিবে সে কখনও নিরর্থক কার্য্য করিবে না। তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি অবশ্যই হইবে। এজন্য বলি একবার প্রার্থনা কর, মন প্রাণ অবশ্যই শীতল হইবে।

১৮০। আমি অদ্য তোমাদের শরীরে কার্য্য করিব- এই কথা দয়াময় বলিলেন। আমি কর্মযোগ হৃদয় মধ্যে আনিয়া তোমাদের সাধন সিদ্ধির কার্য্য করিব। আর মনেতে শরণাপন্ন ভাব তোমাদিগের মধ্যে দেওয়ার জন্য মন্দ সাধন আনিয়াছি ও তাহা দূর করিয়া দিয়াছি। তোমার নামে আমি, আমার নামে তুমি এই কথা সতত মনে রাখ। সংসার বন্ধন ছিন্ন না হইলে এই কথা মনে রাখা কঠিন।

১৮১। ধর্ম্মসাধনই জীবনের একমাত্র সারধর্ম্ম। পরোপকার জগতের হিতকার্য্য করাই ধর্ম্ম। এক আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও আত্মা ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই, এই কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম কর ও জগতের সেবাতে নিযুক্ত হও, তবেই প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ হইবে।

১৮২। বিষয় লালসা যখন যাইবে হৃদয় খুলিবে। আহা কি কৌশলে তখন যেমন সে চাঁদের আভা মেঘকূল হইবে মুক্ত শীতল করে হৃদয় স্নিগ্ধ কিরণে।

১৮৩। কেবল "দয়াময়" এই নাম সর্ব্ব সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য জগতে আসিল।

১৮৪। জবালী মুনি অতিশয় ঈশ্বর প্রেমিক ছিলেন। তাহার মনে বড় সাধ ছিল জীবনে ঈশ্বরকে দেখিবেন। কিন্তু সেই সাধ পূর্ণ হয় নাই বলিয়া কোন খেদ অন্তরে আসে নাই। আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ মন, ভাবিল যখন আবশ্যক হইবে তখনই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিব। এই বলিয়া নিশ্চিত ছিলেন। এই মুনি মহাতেজা ও মহাতপা। তাহাকে অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাক মনের আশা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

১৮৫। শ্রীধর মূর্ত্তি প্রসন্ন হইয়া আজ উপাসনার সাধন আরম্ভ করিল। মনের নিবৃত্ত হয় যে কার্য্যে তাহাকে উপাসনা বলে। উপাসনা চতুর্বিধ– (১) মানসিক উপাসনা (২) শারীরিক উপাসনা (৩) সম্ভোগ সাধন উপাসনা (৪) বিনয় রাজ্যে নত শির হইয়া জগতের উপকার করা উপাসনা। এখন উপাসনার ভাব বুঝিলে। আবশ্যকীয় সাধন উপাসনার মধ্যেই রহিয়াছে। যদি প্রিয় কিছু থাকে জগতে তাহাই উপাসনা। আপনাকে ছাড়িয়া জগতের সুখ প্রার্থনা কর কার্য্যে নিযুক্ত হও। দয়াময় নামে শরীর মন সমর্পণ কর, শমন দমন হইবে। শরীরের মধ্যে ব্যাধি জরার ভাব দূর হইয়া নবভাবে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে।
হৃদয় মন্দিরে একটি টানার মত আছে। একবার উপরে যায় একবার নীচে যায়। এই টানাটি কি তাহা বুঝ। শিব সিমন্তিনী অর্থাৎ মঙ্গলময়ী জননী স্বামী সহযোগে দয়াময় নামে ভিখারিনী হইয়া উর্দ্ধে অধেঃ জগতকে গ্রহন করিতেছেন। জনক জননী সকলই দয়াময়। একবার স্থির বিশ্বাসের সহিত নামরূপ মাধুরী হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া জীবন সাধন কর। চমৎকার সিদ্ধি লাভ হইবে।

১৮৬। নীচ ব্যক্তি উচ্চ ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত যে কার্য্য করে বা যে ভাব প্রকাশ করে তাহারই নাম উপাসনা। হৃদয়ে সরলভাবে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক জীবনের সমুদয় ভার তাঁহাতে অর্পণ করা ও তাঁহার হওয়ার নিমিত্ত তাঁহার নিকট যে প্রার্থনা তাহাই প্রকৃত উপাসনা।
জলপান করিলে যেমন পিপাসার নিবৃত্তি হয় সেইরূপ স্বাভাবিক অনুরাগে আমি যে বস্তু দ্বারা গঠিত সেই বস্তুময় হইবার জন্য মনের ব্যাকুলতার জন্য যে প্রার্থনার উদয় হয় তাহাই উপাসনা।

১৮৭। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এই উভয়েরই কার্য্য সমান। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই আছে। ঈশ্বর পূর্ণ তাঁহার রাজ্যও পূর্ণ। যেমন জলে জল না মিশিয়া থাকিতে পারে না সেই প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ একই প্রকারের বস্তু এক সময়ে মিলিত হইবেই হইবে। এই কথাতে বিশ্বাস কর ও দয়াময়ের কৃপার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাক জগতের প্রেম অবশ্যই লাভ হইবে এবং জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়া শান্তিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে। জগতের সেবা করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়া স্বার্থত্যাগ করাই পূর্ণ সাধন।

১৮৮। জগতের আদর্শ কি? এই চিন্তা করিতে গেলে ইহাই মনে হইতে পারে যে– যেমন সৌর জগত এক সূর্য্যের আকর্ষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সেই প্রকার জগতও এক ঈশ্বরের ক্রোড়ে আছে ও তাঁহার দিকেই চলিয়া যাইতেছে। তাঁহার স্বরূপ চিন্তার মধ্যে আনিয়া তাঁহার ন্যায় হইয়া তাঁহার সহিত মিশিয়া থাকিবার ভাব দেখা যায়। আত্মময় জগত পরমাত্মার সহিত যুক্ত না হইলে কিরূপে জীবন রাখিতে পারিবে? অতএব একমাত্র ঈশ্বরই জগতের আদর্শ।

১৮৯। ভাব্য বস্তু একমাত্র দয়াময়। এই দয়াময় নাম হৃদয়ে (১) স্বমূর্ত্তি (২) সতেজ (৩) সবিকল্প (৪) নির্ব্বিকল্প ভাবে রাখা আবশ্যক। সবিকল্প সিদ্ধ যোগের আরম্ভ। কেবল মূর্ত্তি দর্শন মাত্র হইয়া শেষ হইয়া যায় যে সময়ে ও যে অবস্থাতে সেই অবস্থাকেই সবিকল্প বলা যায়। নির্ব্বিকল্প তাহাকেই বলা যায় যাহার আর স্খলন নাই। সর্ব্বদাই মূর্ত্তিভাব হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে।

১৯০। দয়াময় এই অবতীর্ণ যোগে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। বৃথা শোক দুঃখ কাহার জন্য কে কাঁদিবে? এক দয়াময়ের মধ্যে পরলোকের সকল অবস্থিতি করিতেছে। মাতার শোক স্ত্রীর শোক নিবারণ দয়াময় করিবেন। ভ্রাতা বন্ধুদের শোক নিবারণও তিনি করিবেন। মায়া মোহ সকল স্থানে সকল লোককে আবরণ দিয়া বসিয়াছে। কেহ জানিল না আজও কিসের জন্য লোক সব মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। মাতা ও পিতার হৃদয় শূন্য নহে তথাপি প্রেম পরিবারে হাসি দেখা যায়। মোহ, মোহময় সংসার আবার যখন দেখিল সে আসিল তখন জানিবে আমার পুত্র মরে নাই। এ কথা এখনও কেহ বলিতে সাহস পায় না। দয়াময়ের বাণী বৃথা নহে। দয়াময় বলিতেছেন শুন আমার সকল ভাণ্ডার এই বাটিতে রাখিয়াছি। এই বাটিতে আমি অবতীর্ণ হইয়া তোমাদিগকে দেখা দিব। তোমাদের সকল ধন সম্পত্তি লোকজন আমার হাতে ঠিক ভাবে রাখিয়াছি। তোমার সময় উপস্থিত হইলে তাহা আমি পূর্ণ ভাবে দিব একথা কখনও মিথ্যা হইবে না। আমি তোমাদের পিতা মাতা, সকল সুখ আমার নিকট আছে। তোমরা সকলে একবার নমস্কার করিয়া বল আমাদের দুঃখ দূর কর। ১৭/৮/৯১

১৯১। "মিলন"

সাধনের ফল কি? আনন্দ ব্রহ্ম। সাধক আশা করেন সর্ব্বদা তাহার হৃদয় আনন্দে মগ্ন থাকে। প্রকৃতি পুরুষ আনন্দের মূর্ত্তি। আনন্দ ব্যতিরেকে মানুষ তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেনা। আংশিক আনন্দ কখনই তৃপ্তি দিতে পারে না। সকল প্রকার আনন্দ একত্র হইলেই মন উল্লাসে নাচিয়া উঠে। ঈশ্বর আনন্দময়, তাঁহার নাম আনন্দে পূর্ণ। এই আনন্দ জগতে পড়িয়াছে। সকলের জন্য উপাসনা করিলে আনন্দ আসিবে। যাহারা আনন্দ পাইয়াছেন তাহাদের পথ অনুসরণ কর। সংসারে পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি লইয়া এক আনন্দের মেলা। এই আনন্দে যাহার মন ডুবিয়াছে, ঈশ্বর জানিয়া প্রেম শিখিয়াছে, তিনিই দেখিবেন বিষয় অমৃতময়। তিনি প্রেম সাগরে নিমগ্ন, মায়ার উচ্ছ্বাসে তিনি মাতোয়ারা নহেন। মায়া তরণী করিয়াই তিনি পরপাড়ে উঠিয়াছেন। মায়ার নাম ঈশ্বর দয়াময়। বিশেষভাব এই তিনি ছদ্ম বেশে কার্য্য করিতেছেন। প্রকৃতির আবরণ উন্মুক্ত হইলে, মায়াই মুক্তির সুফল প্রসব করে। মায়ার আরাধনা অবশ্যই করিতে হইবে। মায়ার কার্য্য খেলা বিলাসে আপন হারা নামের পুষ্প উপহার তাহার বীজ মালা।

১৯২। দয়াময় যাহাকে কার্য্য দিবেন তাহার জীবন পথ সুগম হয়। তাহার সকল আশা অচিরে পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহার সাধন ভজন একটি কেন্দ্রে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হয়। এই কেন্দ্র স্ত্রী পুরুষের যোগ। ইহাকে মধ্য বিন্দু বলা যায়। স্বামী-স্ত্রী একযোগে দয়াময় নাম সাধনে ব্রতী না হইলে প্রকৃতি পুরুষ ও মহাশক্তির ক্ষেত্র অধিকারে আসিতে পারেনা। উৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় স্ত্রী পুরুষের যোগে চলিতেছে। ইহাকে ঈশ্বর নির্দ্দেশ মনে করিবে। যুগল মিলন ঈশ্বরীয় যোগ প্রকাশ করে।

সর্ব্বযোগ মিলিত হইলেই মিলন পূর্ণ হয়। তখন দয়াময় নামের কার্য্য আরম্ভ হয়। তখন শুভ্র জ্যোতি নিরাকার সাকার লইয়া কার্য্য বিতরণ করে। অবিনাশী সিদ্ধযোগ ফুটিয়া উঠে। স্ত্রী-পুরুষ এক হইয়া যায়। দয়াময় নামের আদর্শ মূর্ত্তি তখন দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর হইবে। আনন্দ ও জয়দুর্গা এই শক্তিদ্বয় সর্ব্বতোভাবে তখনই উপাসনার তত্ত্ব খুলিয়া দিবে।

১৯৩। বর্দ্ধমানের রাজা বীর সিংহ রায় ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া দয়াময়ের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। বিলাতের মানুষও আবার এখানে আসিল। কি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিল এই ব্রহ্মমন্দির। পূর্ব্বদিকে মাধবী লতার ন্যায় লতা বিতান, পশ্চিম দিকে রাত্রিতে উজ্জ্বল মণিময় হার বিশিষ্টা কামিনীগণ দণ্ডায়মান। উত্তর দিকে রাম রাজ্য অযোধ্যার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণ দিকে প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি মুসলমান লোক সকল দণ্ডায়মান। দয়াময় বলিলেন এ বাড়িতে সকলই আছে। এ বাড়িতে আমি মানবলীলা পূর্ণ করিব। এই ব্রহ্মমন্দির তার সাক্ষী। যাহারা এখানে আছেন সকলেই সাক্ষী। দয়াময় নামেতে এক্ষণে সর্ব্বনামের যোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ নামেতেই মানুষ পূর্ণপ্রেম লাভ করিবে।

১৯৪। আমি কি কার্য্য করিব এই কথা ভাবিয়া মন ব্যাকুল আছে রামকৃষ্ণ পরমহংস আসিয়া দয়াময়ের নিকট এই কথা বলিল। দয়াময় বলিলেন সকল এক কাজে থাকিবে, সাধনা নানা জনের নানা কার্য্য। তুমি যদি চাও তোমার গৃহের পত্নীকে তবে আমি তোমাকে কার্য্য দিতে পারি। রামকৃষ্ণ বলিলেন স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। দয়াময় বলিলেন অল্পকালের ভাব তোমার মধ্যে যখন ছিল এই কার্য্য

তোমার কর্ত্তব্য ছিল না বলিয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু তোমাকে আমি বলিয়াছি নিজ মুখে তুমি তাহা গ্রাহ্য করিতে পার নাই। ইহার কারণ এই যে তোমার মাতার বিশেষ ভাব তোমার জন্মক্ষেত্রে ছিল না। কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর এই কথা তাহার মনে ছিল। এই জন্য তোমার কার্য্য আকাশ মধ্যে লীন হইয়া আছে। মৃত্তিকার সঙ্গ কর– মনের সাধন পূর্ণ হইবে। দয়াময় এই কথা বলার পর কিছু বিশ্বাস কিছু অবিশ্বাস মনেতে আসিল। কেন না দয়াময়ের পূর্ণ যোগ সে সময় লাভ হয় নাই।

১৯৫। মহেশ জননী দুর্গা এই সাক্ষাতে আসিয়া দয়াময়কে কোল দিলেন। দয়াময় বলিলেন মাতা তুমি, স্ত্রী তুমি, পতি পরায়ণা তুমি জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষের সাধন তুমি। মকরন্দ পান তোমার চরণে এই জগৎ করিতেছে। কেহ জানে না কি প্রেম দয়াময় দিবেন। তুমি জান। তাই তোমার মন বড় শুদ্ধ যোগ লাভ করিয়াছে। তুমি এখন সন্তানগনের প্রতি বিশেষ মনোযোগিনী হও। আমি তোমার সেবক হইয়া সেবা করিব। দয়াময়ের এই কথা শুনিয়া জননী বলিলেন তুমি জগৎ পিতা, আমার সকল অসুখ তোমাকে দেখিয়া দূর হইয়া গেল। তুমি সম্পূর্ণরূপে জগতকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছ। আমি তোমার অনুগামিনী হইয়া কার্য্য করিব, তুমি আমাকে কোল দাও। দয়াময় দয়াময়ী এই কথার পর একযোগে মিলিত হইয়া জগত জীবন যে হরি নামেতে ছিল তাহা উভয়ের মধ্যে বিশেষরূপে মিশাইলেন।

১৯৬। মায়া মোহ ছাড়িয়া জীবন বিশুদ্ধ হইবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। কিন্তু মায়া মোহ অতীব উপকারী। এই উপকারী মায়া অপকার করে একথা সাধক মাত্রেই বলিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু দয়াময় বলিতেছেন শুন হে মায়া মোহ জনিত কুপরামর্শ সুপরামর্শের পূর্ব্বকার্য্য। আমি মায়াবাদীদিগকে সংসারে আনিয়া সুখের প্রেম প্রদান করিয়াছি। কেবল মায়াচ্ছন্ন বলিয়া তাহারা জানে– এই তাহাদের মনের গোলমাল। যদি তোমরা মায়াকে না চাও তবে সম্পদ লালসা তোমাদের মধ্যে আসিতে পারে না। এজন্য মায়ার কার্য্যেরও বিশেষ আবশ্যক আছে। তোমরা জান মায়া কোথা হইতে আসিল? এ সময় রামচন্দ্র স্বকীয় বেশে সাক্ষাৎ আসিয়া দয়াময়কে বলিল, শুন দয়াময় তুমি মায়া, তুমি অমায়া, তুমি কান্তি, তুমি অকান্তি, তুমি শম্ভু, তুমি শয়ম্ভু, তুমি মতিমান, তুমি প্রজ্ঞাতীত, তুমি জড়, তুমি অজড়, তুমি বিলাস, তুমি লয়কারী, তোমাতে সকল ভাল মন্দ বিরাজ করিতেছে। তুমি মায়াবাদীদিগের ঈশ্বর অমায়াবাদীদিগেরও ঈশ্বর এই নিমিত্ত তোমার সর্ব্বযোগ সর্ব্বত্র প্রকাশিত। তুমি যদি আমাকে পরিত্রাণপ্রদ বিশ্বাস দান কর তবে তোমার চরণ হৃদয়ধামে লইয়া কার্য্য করিতে পারি। রাম এই বলিয়া দয়াময়কে প্রণিপাত করিলেন।

১৯৭। কি আশ্চর্য্য প্রেম বিলাইল দয়াময় নামে। মহাসমারোহে কৃষ্ণ রাধিকাসহ এই ব্রহ্ম মন্দিরে আসিলেন। গোপিনীগণ করজোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান। পুষ্পমালা বিভূষিত কলেবর হইয়া গোপিগণ চরণ রেণু স্পর্শ করিল। মা তুমি, পিতা তুমি, ভয় তুমি, অভয় তুমি, তোমাকে নমষ্কার। তুমি আমার, আমি তোমার, তোমাকে নমষ্কার। পতিত পাবন দয়াময় তোমাকে নমষ্কার। তুমি হরি নাম নিজ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া তোমার জগতকে বিলাইলে। আমরা আর কিছুই চাই না, কেবল তোমার চরণ চাই। আমরা অভ্যন্তরীণ পুষ্ট কার্য্য করিব মনের অনুরাগে। তুমি তাহার নেতা। আমরা প্রেমে বিগলিত হইব তোমার নামে এই

আশা তুমি দিয়াছ। তুমিই পূর্ণ করিবে।

১৯৮। বল্লাল সেন আসিল। কৌলিন্য প্রথা লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। বল্লাল বলিল, শুন মাধব হরি, তোমার নাম দয়াময় আমি জানি না তাই এতদিন তোমার কাছে আসি নাই। তুমি হরি হর বিধি বিষ্ণু, তুমি পাবক পবন, তুমি মনের অনুরাগে আমাকে সপরিবারে গ্রহণ কর। তুমি আমার মাতা পিতা স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর হইয়া হৃদয় কুটিরে অবস্থান কর। তুমি হরণ কর মনের মসি, আমি তোমার নিকট সদা বসি। তুমি আমার মনের আগুন নিভায়ে দাও হে দয়াময়। দয়াময় বলিলেন তোমার কার্য্য পূর্ণ হইয়া রাজ্য সম্পদ লাভ হইবে পুনরাগমনে।

১৯৯। (১) প্রত্যেকে আপন আপন গৃহিণীকে মাতৃসম স্নেহ, মমতা ও মান্য করিবে। (২) রাত্রি দুই প্রহরের সময় জাগরিত হইলে উভয় স্ত্রী পুরুষ একযোগে একবার ধ্যান করিবে। (৩) আহারাদির নিয়ম নাই। কিন্তু কেহ যদি কোন বিশেষ বস্তু ভালবাসেন তবে আনিয়া অগ্রে ধ্যান করে মুখে দিবে পরে নিজে ভক্ষন করিবে। (৪) রাত্রি শেষে জাগিলে "হরি দয়াময় নাম দয়াময় নামের মধ্যে মিশিল দয়াময় হৃদয়ে" এই ধ্যান করিবে।

২০০। সকলে যোগেতে ধর্ম্ম সাধন করুক, একের সহিত অন্যের সদ্ভাব বৃদ্ধি হইয়া জগতে প্রেম বিস্তার হওক এবং রাত্রি দিবা ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন থাকিয়া নীতি ধর্ম্ম সিদ্ধ হওক এই জন্য প্রাতে উঠিয়া বলিতে হইবে " সর্ব্ব ধর্ম্ম সিদ্ধ কর জয় দয়াময়"।

রোগ শোকের যন্ত্রণায় যখন মনে বিরক্তি আইসে ও সাংসারিক যে কোন বিষয়ের অভাব বশতঃ অশান্তি আইসে, সেই বিরক্তি ও অশান্তি দূর করিবার জন্য শয়নের পূর্ব্বে এই প্রার্থনা মনে রাখা আবশ্যক "তোমার বিরক্তি ও অশান্তি তুমি গ্রহণ কর জয় দয়াময়।"

২০১। প্রেমতত্ত্ব হ্রস্ব দীর্ঘ শক্তিশালিতা জীবন আশা সফলকারিতা এই সমুদয় এক যোগেতে আজ মহামন্ত্র আনয়ন করিল। সেই মহামন্ত্র দয়াময় নামের সাধন পূর্ণ হইয়া যাওয়ার বিশেষ উপায় উপস্থিত করিল। সেই মহামন্ত্র স্ত্রী পুরুষের সাধনে পাওয়া যায়। তাহা "প্রেম যোগ কৃষ্ণ সিদ্ধি হরি দয়াময়" এই নাম প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় ১০বার জপ করিয়া দশ দিবস পর মহামন্ত্র সাধনের ব্যাপার হৃদয়ে আসিবে ও তখন জানিতে পারিবে দয়াময় নাম মহামন্ত্র।

২০২। অধীনতা দূর হইবার জন্য "তুমি অধীন তুমি স্বাধীন হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান প্রতিদিন প্রাতে একবার করিবে।

২০৩। মনসা যোগে বিষ দোষ প্রবল হইয়া মানুষকে সম্পদ দান করিবে, কারণ এই যে বিষ ও অমৃতের একস্থান। যদি বিষকে অমৃত যোগে না আনা যায় তবে সাধনের রাজ্য পাওয়া দুষ্কর।

২০৪। বালুকা কণা যেমন ধূলীবৎ উড়িয়া বেড়াইতে পারে না সেই প্রকার অমৃত ও গরল এক যোগে থাকাতে ইহাদের পৃথকভাব দেখা যাইতে পারে না। "শিব শিব হরি দয়াময়" এই নামেতে গরল ও

অমৃতের পরিচয় হইবে। বাস্তবিক উভয়ই সাধনের ব্যাপার। কোনটিই পরিত্যাজ্য নহে। অতএব মন খাঁটি হওয়ার জন্যে উক্ত নাম প্রাতে ১০বার জপ করা আবশ্যক।

২০৫। "বাধা বিঘ্ন জয় দয়াময়" এই নামে শেষ যোগ উপস্থিত করিয়া মনসা যোগ মন্দ সাধন সিদ্ধির মধ্যে উপস্থিত করিল কিন্তু সাধনের পথ নিকট হইল না। সম্প্রতি কেবল দয়াময় এই নাম সর্ব্ব সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য জগতে আসিল।

২০৬। সঙ্গীতে লেখা আছে "দয়াময়ের নাম লাভ দয়াময়ের মুখপদ্মে।" সেই মুখপদ্মের প্রতি যাহার একান্ত দৃষ্টি রহিয়াছে তাহার শান্তি লাভের বাধা অচিরে দূর হইয়া যাইবে। এখন তোমরা যে মুখ হইতে দয়াময় নাম শুনিয়াছ ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছ তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক তাহা হইলেই আত্ম-সমর্পণের কার্য্য আরম্ভ হইল।

২০৭। সময়ে সময়ে গুরুর কার্য্য কর্ম্ম দেখিয়া মনে যে প্রতিবাদের ভাব আইসে তাহা সাধন পথের কন্টক।

২০৮। পূর্ণসিদ্ধি হইলে শরীরের অবস্থা কিরূপ হইবে?
- দেহ ব্রহ্মময় হইবে ও ঈশ্বর ইচ্ছার সহিত যোগে কার্য্য করিতে পারিবে ও শরীর সর্ব্বতোভাবে আত্মার তুল্য কার্য্য করিতে পারিবে।

২০৯। প্রাণায়াম, ন্যাসাদি হঠযোগের কার্য্য করিবার প্রয়োজন এখন শেষ হইয়া গিয়াছে। নাম জপ এবং ধ্যানই মুখ্য সাধন। মানুষ জীবনোপায়ের জন্য যাহা করিয়া থাকে তাহা ঈশ্বরেতে অর্পণ করিতে

পারে না বলিয়া কোন প্রকারেই মানুষের সাধন পূর্ণ হইতেছে না। জীবন দয়াময়ের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র সঙ্কট নিবারণের কার্য্য। অতএব সর্ব্বতোভাবে প্রাণ, মন, শরীর তাহাতে সমর্পণ কর তাহা হইলে তাহার পূর্ণ প্রেমের ঢেউ তোমাদের শরীর মনকে পবিত্র করিবে ও দেহ ব্রহ্মময় হইবে। এই সাধনের শেষ অবস্থা।

২১০। মহা মহাকালীর বাণী ঃ-

এখন অবধি এই গাছ তলায় পূর্ণ যোগ দেওয়া হইল। সর্ব্ব তীর্থের যোগ এ স্থানে আসিল। আপাততঃ এ স্থানকে প্রেমপুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। দয়াময়ের আদেশানুসারে ধর্ম্মরাজ এই গাছতলার দ্বার রক্ষক অর্থাৎ প্রেমপুরীর দ্বারবান নিযুক্ত হইলেন। এখন অবধি এই গাছ তলায় যাহারা আসিবে তাহারা লম্বা ভক্তি দিয়া "সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়" এই নাম ৫০০ জপ করিবে। "শান্তি হরি জয় দয়াময়" এই নমস্কার করিবে। দয়াময়েতে যাহাদের বিশ্বাস আছে শুধু তাহারাই এই গাছ তলায় আসিবার অধিকারী। এখন আমি প্রেমময়ী নাম গ্রহণ করিয়া এই গাছ তলায় অবস্থিতি করিলাম। প্রেম বলিতে মৃত্যু ও অমৃতের পূর্ণ যোগ বুঝায়। এই গাছ তলা হইতে কোন আহারীয় দ্রব্য স্থানান্তরে লওয়া নিষেধ।

২১১। শিব, কৃষ্ণ, কালী যোগে সাধনের পূর্ণ কার্য্য করিতেছে। শিব সাধনে জ্ঞান, কৃষ্ণ সাধনে প্রেম ও কালী সাধনে কর্ম্ম জগতে সিদ্ধি দান করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম এই তিনের এক যোগে জগতের সাধন পূর্ণ হইতেছে।

২১২। শান্তি দয়াময়ের এক স্বরুপ। শান্তি, অশান্তি এক স্থানেই স্থিতি করিতেছে। ইহারা উভয়ই মঙ্গল সাধক। অতএব উভয়কেই সমভাবে গ্রহণ কর। উভয়ই এক যোগে সিদ্ধির সাধন পূর্ণ করিবে। তাহা ব্যতীত সিদ্ধি লাভের আশা দুরাশা মাত্র।

২১৩। রাগ পর পীড়নের জন্য নহে। রাগ দ্বারা শারীরিক ও মানসিক রিপুকে জয় কর। একান্ত মনে সরল হৃদয়ে দয়াময়ের সাধন পূর্ণ করিবার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাক জগৎ প্রসন্ন হইয়া কোল দিবে।

২১৪। উপাসনা- মনে মুখে এক করিয়া দয়াময়ের নিকটে মুক্তি প্রার্থনা। শরীর মনে অনুরাগ সঞ্চার হইবার জন্যে অনুরাগের সাধন দয়াময় নাম হৃদয়ে গ্রহন করাও উপাসনার এক অঙ্গ। নামেতে ও ঈশ্বরেতে ভেদ নাই– এই কথাতে বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক। হৃদয় মন সর্বতোভাবে বাসনা রহিত হওয়ার জন্যে সর্বদা মুখ্যপদ দয়াময় নাম এই কথা মনে রাখিতে হইবে।

২১৫। সংসার বন্ধন ছিন্ন হইবার জন্য যে ব্যক্তি আগ্রহের সহিত উপায় অন্বেষণ করে তাহার দেখিতে হইবে যে কতদূর স্বার্থত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে। যদি দেখিতে পায় স্বার্থত্যাগ করিতে কিছু মাত্র পারে নাই তবে এই প্রার্থনা রোজ তিনবার করিতে হইবে যথা – "হরি হে অবারিত দ্বার তোমার কার্য্য কর্ম্ম ও বস্তু সকল পরিপূর্ণ ভাবে সজ্জিত ও প্রয়োজনানুরোধে আদরণীয় তাহার মধ্যে কোন একটি মনের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য না করিলে যে অশান্তির উদয় হয় তাহা দূর করিয়া কষ্ট নিবৃত্তি কর জয় দয়াময়।

২১৬। নাভীর নীচে স্বাধিষ্ঠান নামক স্থানে মন রাখিয়া প্রত্যেকের জপ ও ধ্যান করিতে হইবে। যখন জপ বা ধ্যান করিতে করিতে চক্রবৎ শুভ্র জ্যোতি দেখা যাইবে তখন হইতে অন্য প্রকার কার্য্য আসিবে। স্বাধিষ্ঠান সুললিত চম্পক মুকুল সতরটিতে সজ্জিত। বামে সাতটি ও দক্ষিণে দশটি আছে। পদ্ম মৃণাল মধ্য দিয়া উপরে উঠিয়াছে। পদ্মের দল ৩৬টি; একযোগে ৮টি প্রসিদ্ধ। তাহার মধ্যে সপ্ত দ্বীপা পৃথিবীও দর্শনে আসিবে। এই যোগ সিদ্ধ হইলে বাণী সফলা হইবে।

১৩২। ১৪টি বিষয় সম্বন্ধে বিবরণ ঃ-

১) দরিদ্রতার দ্বারায় অর্থ প্রেম উপস্থিত হয় এবং এই প্রেম দয়াময়ের প্রেমে পরিণত হইয়া সিদ্ধি যোগ লাভ করে। এই উভয়ের সামঞ্জস্য হইয়া সিদ্ধি লাভের জন্য– "অসুর সুর যোনী হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান রাত্রিতে ৩ বার করিবে ও নমষ্কার – "কর্ম্মযোগে রাজ্য দান কর জয় দয়াময়"।

২) ব্রহ্মেতে আত্ম সমর্পণ সিদ্ধ হওয়ার জন্য – "অহং ব্রহ্ম হৃদয়ে দয়াময়"– এই ধ্যান সন্ধ্যার সময় ৩ বার করিবে ও নমষ্কার– "আত্ম সমর্পণ কর জয় দয়াময়"।

৩) জগৎ ব্রহ্ম এই কথা মনে দৃঢ় হওয়ার জন্য – "সর্ব্বৈব দয়াময় হৃদয়ে দয়াময়"– এই ধ্যান প্রাতে ৩ বার করিবে ও নমষ্কার– "কল্যাণ রাজ্য জয় দয়াময়"।

৪) কালী, কৃষ্ণ, শিব এই তিন যোগ একত্রিত হইলে দয়াময় নাম পূর্ণ হইল। এখন তাহার চারি আনা বাকী আছে। অতএব "সাধন চতুষ্টয়

সিদ্ধি হৃদয়ে দয়াময়"– এই ধ্যান। ১০০ জপ ও তিনবার ধ্যান মধ্যাহ্নে করিবে ও নমষ্কার– "কষ্ট যোগ হৃদয়ে দয়াময়"। ১৯ দিন পর যখন দেখা যাইবে একটি উজ্জ্বল কান্তি স্ত্রী লোক সম্মুখে উপস্থিত তখনই দয়াময় নামের পূর্ণযোগ উপস্থিত হইল জানিবে।

৫) কাল রূপ মিশিয়া ধবল বর্ণকে পূর্ণ ভাবে উজ্জ্বল করিবে অতএব " সেবাযোগ কর্ম্মযোগিনী হৃদয়ে দয়াময়"– এই ধ্যান দিবাতে ৭ বার করিবে। কৃষ্ণরূপ দর্শনে অভীষ্ট সিদ্ধি। নমষ্কার– "রসরাজ সাধ্য যোগ দান কর জয় দয়াময়।"

৬। সরিকি বিষয় সিদ্ধ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন হইবার জন্য– "বিনয় সাধন মন্দ যোগ হৃদয়ে দয়াময়"– এই ধ্যান ১ দিন ৭ বার পরে ৩ মাস রোজ একবার ও নমষ্কার– "অর্ধ সাধন জয় দয়াময়" শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।

৭। প্রেম পূর্ণ সাধন উপস্থিত হইবার জন্য – "ক্রীং শান্তি আনন্দ হৃদয়ে দয়াময়"। ১দিন ১৭বার ধ্যান করিয়া রোজ রাত্রিতে ২ বার ও নমষ্কার " শেষ যোগ জয় দয়াময়"।

৮। ব্যতিব্যস্ত ভাব দূর হইবার জন্য – "মহেশ কর্ম্মযোগ হৃদয়ে দয়াময়"। রাত্রিতে ২ বার ধ্যান ও নমষ্কার– "রুদ্র হরি জয় দয়াময়"।

৯। রোগ নিবারণ ও রোগের উপশমের জন্য – "ক্রেতা বিক্রেতা পদ্মলোচন হৃদয়ে দয়াময়"। এই ধ্যান রোজ এক প্রহর বেলার পর ৩ বার করিবে। নমষ্কার – "হরণ কর মনের যোগ জয় দয়াময়"।

১০। ভয় ভীতি দূর হইবার জন্য– “নিবাস ভূমি অসিদ্ধ যোগ হৃদয়ে দয়াময়”। এই ধ্যান রোজ ৩ বার করিবে। নমষ্কার– “কর্ম্মঠতা জয় দয়াময়”।

১১। পরশ্রীকাতরতা দূর হইবার জন্য – “নিয়ম সিদ্ধি সমতা হৃদয়ে দয়াময়” এই ধ্যান সন্ধ্যার পর ৩ বার ও নমষ্কার– “কর্ম্মযোগিনী জয় দয়াময়”।

১২। রাগদ্বেষ দূর হইবার জন্য– “পর রোষ কর্ম্মধ্যান প্রীতি যোগ হৃদয়ে দয়াময়”। রোজ শয়নের সময় একবার ধ্যান ও নমষ্কার – “নব নব জয় দয়াময়”।

১৩। উপাসনাদি কার্য্যের সময় নিদ্রাবেশ দূর হওয়ার জন্য– “সরল সাধন সাধ্য যোগ হৃদয়ে দয়াময়”। রাত্রিতে একবার ধ্যান। নমষ্কার– “মিথ্যা সত্য জয় দয়াময়”। ভয়ানক দর্শন।

১৪। মিত্রামিত্র যোগ পূর্ণ হইবার জন্য– “নিয়ত মন্দযোগ অরি সিদ্ধি হৃদয়ে দয়াময়”। রাত্রিতে ২ বার ধ্যান ও নমষ্কার– “কষ্ট সিদ্ধি হৃদয়ে দয়াময়”।

১৩৩। ১৩০২ বাং ৭ই পৌষ

মহাকালী কথিত

১) প্রশ্ন– জীবন্মুক্তির অর্থ কি?
উত্তর : অনন্তকাল এই শরীরে পূর্ণ শান্তি ভোগ করার নাম জীবন্মুক্তি। অন্য প্রকারে দেহ আত্মার একতার নাম জীবন্মুক্তি।

অর্থাৎ শরীরের সহিত পরমাত্মার (একতার নাম) ঐক্য হওয়ার নাম মুক্তি। ব্রহ্ম ও আত্মা এক। যখন ব্রহ্ম শরীরধারী হয় তখন তাহাকে আত্মা বা শরীর বলে। যখন বিশুদ্ধ ভাবে অর্থাৎ অশরীরী মনে হয় তখন তাহাকে পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম বলে। এই দুই এর ঐক্য ভাবকে জীবন্মুক্তি বলে। ইহার নামই বিশুদ্ধ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি।

২) প্রশ্ন– কোন সময় হইতে জীবন্মুক্তির অবস্থা আরম্ভ হইবে?
উত্তর– যে সময় দয়াময় অবতীর্ণ হইবেন। অবতীর্ণের সময় ১৩০৪ বাং ১লা বৈশাখ। ১৩০৪ বাং ১৪ই মাঘ একবার অবতীর্ণের ভাব দেখা যাইবে।

৩) দেবগণের আবির্ভাব কোন সময়?
উত্তর : ১৩০৫ বাং সনের ১লা বৈশাখ হইতে।

৪) জগতের কোন স্থানকে প্রেমপুরী বলিয়া কথিত হয়?
উত্তর : বর্ত্তমানে ব্রহ্ম মন্দির যে স্থানে আছে এই সমুদয় বাড়ীই প্রেমপুরী বলিয়া কথিত হইবে। এই বাড়ীর পরিসর যে কত তাহা আজও বলা কঠিন।

৫। কোন সময় হইতে জগতের কার্য্য পূর্ণ ভাবে আরম্ভ হইবে?
উত্তর : ১৩০৫বাং সনের বৈশাখ হইতে ২৫ বৎসর। ১৩০৩বাং সনের ১লা বৈশাখ হইতে ১৯ বৎসর পৃথিবীর লোক জানিতে পারিবে যে ‘দয়াময়’ নামে জীবন্মুক্তি হইবে। কিন্তু সে সময় সকলে দয়াময় নাম গ্রহণ করিবে না।

৬) প্রশ্ন – জগতের সমস্তলোকের জীবন্মুক্ত কখন হইবে?
উত্তর : বহু বৎসর পর অর্থাৎ চল্লিশ হাজার বৎসর পর সমস্ত লোকের জীবন্মুক্তি হইবে।

৭) প্রশ্ন – বুদ্ধ, কল্কি, ইমাম মেহেদী, খানে দরজাল কবে হইবে?
উত্তর : বুদ্ধ অবতার হইয়া গিয়াছে। অন্য সকলে দয়াময়ের আবির্ভাবের সঙ্গে যোগ আছে।

৮। প্রশ্ন – মাকে চুলা ধরা, স্ত্রীকে স্কন্ধে করা কল্কি অবতারে দেখা যায় ইহার অর্থ কি?
উত্তর : ইহার অর্থ এই যে বিদ্যাকে গ্রহণ করা এবং অবিদ্যাকে ত্যাগ করা। এই কল্কির মধ্য দিয়াই বিশুদ্ধ প্রেম জগতে আসিবে।

১৩৪। ১৩০২ বাং ৫ই পৌষ

মহাশক্তির প্রশ্ন। দয়াময়ের উত্তর।

প্রশ্ন : দয়াময় কে?
উত্তর : সমস্ত নামের বিশুদ্ধ ভাব একযোগে ব্রহ্ম, হরি, কৃষ্ণ, কালী, রাম, শিব, মহাদেব এই সমস্ত ভাব এক যোগে মনে উদয় হওয়ার নামই দয়াময়।

প্রশ্ন : ব্রহ্ম বলিতে কি বুঝায়?
উত্তর : আপাদ মস্তক ব্রহ্মময় এই ভাব মনে উদয় হয়।

প্রশ্ন : হরি বলিতে কি বুঝায়?
উত্তর : মনের অন্ধকার নাশ হইয়া মহা আলো উপস্থিত এই ভাব।

প্রশ্ন : কৃষ্ণ বলিতে কি বুঝ?
উত্তর : শুদ্ধ প্রেম, অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রেমেরই নাম বিশেষ বুঝায়।

প্রশ্ন : কালী বলিতে কি বুঝায়?
উত্তর : কোটি সূর্য্যের আলোক বিশিষ্ট ঘোরতর অন্ধকার অর্থাৎ ঈশ্বরের বর্ণহীন অবস্থা যাহা হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রকাশ হইয়াছে, এই মাত্র।

প্রশ্ন : রাম বলিতে কি বুঝ?
উত্তর : অশান্তি শেষ হয়ে শুধু পূর্ণ চন্দ্র ভাব।

প্রশ্ন : শিব বলিতে কি বুঝ?
উত্তর : প্রাতঃকালের ভাব, অন্ধকার দূর হইয়া গিয়াছে। আলোক আসিবে এই ভাব।

প্রশ্ন : মহাদেব বলিতে কি বুঝ?
উত্তর : মনে একটি মহান ও অতিভাবের উদয় হয়।

১৩৫। প্রশ্ন : পূর্ণ সিদ্ধাবস্থা হইলে শরীরের অবস্থা কিরূপ হইবে?
উত্তর : দেহ ব্রহ্মময় হইবে। মন গতিতুল্য গতি হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত যোগে কার্য্য করিতে পারিবে। শরীর সর্ব্বতোভাবে আত্মার তুল্য কার্য্য করিবে। প্রকৃত মুক্তির অবস্থা এই।

১৩৬। স্বরূপ চিন্তার বিবরণ ঃ-

১। সত্যং –– প্রাতে।
২। সর্ব্বশক্তিমান –– সূর্যোদয়ের পর।
৩। জ্ঞান –– এক প্রহর বেলার পর।
৪। শুদ্ধং –– দেড় প্রহর বেলার সময়।
৫। অনন্তং –– মধ্যাহ্নে।
৬। শান্তং –– চারি দণ্ড বেলা থাকিতে।
৭। শিবং –– সন্ধ্যার সময়।
৮। অদ্বিতীয়ং –– এক প্রহর রাত্রির পর।
৯। অমৃতং –– রাত্রে আহারের পূর্ব্বে।
১০। আনন্দং –– রাত্রে আহারের পর।

সময় মত মনন করা আবশ্যক।

১৩৭। পরিপূর্ণমনাদ্যন্তম প্রমেয়মবিক্রিয়ম।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহনানাস্তিকিঞ্চন ॥

তিনি পরিপূর্ণ আদি অন্ত রহিত অপ্রমেয় বিকারহীন। তিনি এক তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই। তিনিই পরম ব্রহ্ম, অন্য আর কিছুই নাই।

১৩৮। শ্রীশ্রীমৎ আনন্দস্বামী মহারাজ, ১২৩৯ বাং সনের ১১ই বৈশাখ রবিবার দিবা ১২/৪/৩/২৪/১৬ জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি বৎসর ১১ই বৈশাখ আনন্দাব্দ আরম্ভ হইবে এবং পরবর্ত্তী বৈশাখের দশম দিবসে আনন্দাব্দ শেষ হইবে।

১৩৯।

স্তোত্র

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোহদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণাম্ ॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপা বিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥
তদেকং স্মরাম স্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎসাক্ষীরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরাবলম্বমীশং
ভবাম্ভোধি পোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

১৪০।

বঙ্গানুবাদ ঃ তুমি নিত্য, সর্ব্বলোকাশ্রয় তোমাকে নমস্কার করি। তুমি জ্ঞান ও বিশ্বের আত্মা স্বরূপ অদ্বৈত তত্ত্ব ও মুক্তিদায়ক তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ ব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার। তুমি একমাত্র স্মরণীয়, তুমি অদ্বিতীয় বরণীয়। তুমি একমাত্র জগতের কারণ। তুমি বিশ্বরূপ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা। তুমি একমাত্র পরম পুরুষ, নিশ্চল, নানাবিধ কল্পনাশূন্য। তুমি ভয়ের ভীতি, তুমি ভয়ানকের ভয়ানক। তুমি প্রাণীদিগের একমাত্র গতি। পবিত্র বস্তুসমূহের একমাত্র পবিত্র স্থান। তুমি উচ্চাধিষ্ঠিত ব্রহ্মাদি দেবগণেরও নিয়ামক। তুমি উৎকৃষ্ট পদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট। তুমি রক্ষাকর্ত্তৃগণের রক্ষক। হে প্রভু, হে পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বরূপধারী, বিনাশ রহিত, অনির্দ্দেশ্য এবং ইন্দ্রিয় সকলের অগম্য। হে সত্য স্বরূপ, হে অচিন্ত্য, হে অক্ষর স্বরূপ, হে সর্ব্বব্যাপক, হে অব্যক্ত তত্ত্ব স্বরূপ, হে জগৎ সমুজ্জলকারী সর্ব্বেশ্বর তুমিই আমাদিগকে বিপথ হইতে রক্ষা কর। অতএব একমাত্র তোমাকেই আমরা স্মরণ করি, জপ করি, পৃথিবীর সাক্ষী স্বরূপ একমাত্র তোমাকেই আমরা নমস্কার করি। অবিনশ্বর আশ্রয়শূন্য অথচ পৃথিবীর আশ্রয়ীভূত ভব সমুদ্রের পোত স্বরূপ, শরণাগত পালক একমাত্র তোমাকেই আমরা আশ্রয় করিতেছি।

শ্রী আনন্দ বলিতেন–

আমার জ্ঞান অনন্ত। বিশ্বাস পর্বতের ন্যায় অটল, অচল।

সর্ব্বধর্ম্মাবতার পঞ্চ নামে অভিহিত, যথা–

১। শ্রী আনন্দ　২। শ্রীশ্রী আচার্য্য মহারাজ

৩। শ্রীশ্রীমৎ আনন্দস্বামী　৪। মহারাজ　৫। দয়াময়

পরিপূর্ণমনাদ্যন্তম প্রমেয়বিক্রিয়ম।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহনানাস্তিকিঞ্চন ॥

তিনি পরিপূর্ণ, আদি অন্ত রহিত, অপ্রমেয়, বিকারহীন।
তিনি এক তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই। তিনিই পরম ব্রহ্ম,
অন্য আর কিছুই নহে।

স্তোত্র

যো দেবোহগ্নৌ যো অপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥
তদেব সর্ব্বশক্তিমৎ।

বঙ্গানুবাদঃ যে দেবতা অগ্নিতে, জলে এবং সমস্ত বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া আছেন। যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে আছেন, সেই দেবতাকে নমস্কার করি। সর্ব্বশক্তি তাহার।

শ্রী আনন্দের জন্ম পত্রিকা

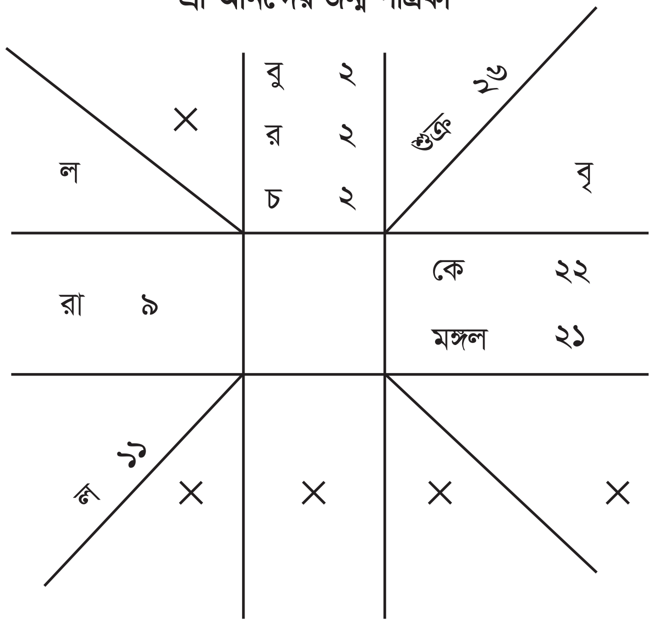

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপং অমৃতং
যদবিভাতি শান্তং শিবং অদ্বৈতং শুদ্ধং।

তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয় ও শুদ্ধ।